ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ২০২৪ এর খসড়া

বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিং এর সূচনার পর হতে গত চার দশকে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে দেশে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক তাদের ১৬৭৮টি শাখা, ১০১১টি উপ-শাখা ও ৪,১৭২টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। পাশাপাশি, ৩৩টি শাখা ও ৬৮৮টি উইন্ডোর মাধ্যমে প্রায় ৩০টি কনেভনশনাল ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে (জুন, ২০২৪)। উল্লেখ্য, ইসলামি ব্যাংকিং দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের ২৩.৬৫ শতাংশ, আমানতের ২৬.২৩ শতাংশ এবং বিনিয়োগ (ঋণ) এর ২৮.২৪ শতাংশ ধারণ করছে (মার্চ, ২০২৪)।

কার্যতঃ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ইসলামি ব্যাংকিং এর বিস্তৃতি ও অবদান বৃদ্ধির ফলে এ খাতকে আরও সমৃদ্ধশালী করার জন্য পৃথক ইসলামি ব্যাংকিং আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তদপ্রেক্ষিতে, গভর্নর মহোদয়ের ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের অনুমোদনক্রমে কেবলমাত্র ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানিগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত পৃথক ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি আইন প্রনয়নের নিমিত্ত খসড়া প্রস্তুতের লক্ষ্যে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-১) এর পরিচালক-কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, দাপ্তরিক বদলী-বহাল-পদোন্নতি ইত্যাদি কারণে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির ভূতপূর্ব পরিচালক জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিন, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের যুগ্ম-পরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা ও উপরিচালক জনাব রেজাউল ইসলাম, সিটি ব্যাংক পিএলসি. এর এফভিপি জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ শরীফ সদস্য হিসেবে এবং ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের যুগ্ম-পরিচালক জনাব মোঃ রবিউল করিম সদস্য সচিব হিসেবে কমিটির দায়িত্ব পালন করেন।

উক্ত কমিটি শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকের জন্য বিদ্যমান বিধি-বিধান, বিভিন্ন দেশের ইসলামি ব্যাংকের জন্য বিদ্যমান আইন পর্যালোচনাপূর্বক আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি আইনের খসড়া প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কমিটি কর্তৃক ০৪(চার)টি আনুষ্ঠানিক সভা ও বেশকটি অনানুষ্ঠানিক সভার মাধ্যমে 'ইসলামিক ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ২০২৪' এর খসড়া প্রস্তুত করা হয় যা গভর্নর মহোদয় কর্তৃক ০৯ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে অনুমোদিত হয়।

এক্ষণে, প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনের বিষয়ে অংশীজনদের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত 'ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি আইন,২০২৪' এর খসড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হলো (লিংক: https://www.bb.org.bd →MEDIA & PRESS RELEASE→Regulations And Guidelines→Draft Guidelines And Notifications→Draft Acts)। আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্য বর্ণিত খসড়ার উপর উপর ইমেইলে (gmmostafa@bb.org.bd এবং a.uddin@bb.org.bd ঠিকানায়) মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় লিখিত মতামতও প্রদান করা যাবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-১)
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-৯৫৩০২৫২
ইমেইল: gm.brpd@bb.org.bd

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ২০২৪

সূচীপত্র

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ২০২৪ ..... ১

প্রথম খন্ড ২

প্রারম্ভিক ২

দ্বিতীয় খন্ড ৬

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির লাইসেন্স ও ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপন ৬

তৃতীয় খন্ড ৯

মূলধন, সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি, নগদ ও বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণ, শেয়ার ধারণ ইত্যাদি ৯

চতুর্থ খন্ড ১২

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ১২

পঞ্চম খন্ড ১৭

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসা ১৭

ষষ্ঠ খন্ড ২৩

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির হিসাব বিবরণী প্রস্তুত, নিরীক্ষা, পরিদর্শন, তথ্যাদি প্রকাশ ইত্যাদি ২৩

সপ্তম খন্ড ২৭

কোম্পানি, ইত্যাদির বেআইনি ইসলামি ব্যাংক-ব্যবসা ২৭

অষ্টম খন্ড ২৯

প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, সাময়িক স্থগিতকরণ, পুনর্গঠন ও একত্রীকরণ ২৯

নবম খন্ড ৩১

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি অবসায়ন ৩১

দশম খন্ড ৩২

জরিমানা, অপরাধ ও দন্ড ৩২

একাদশ খন্ড ৩৫

বিবিধ ৩৫

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ২০২৪

যেহেতু ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির জন্য শরিয়াহ্ নীতি ভিত্তিক বিধান প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম খন্ড
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **আইনের প্রয়োগ।**- এই আইনের বিধানাবলী, উহাতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) সহ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অতিরিক্ত, এবং উহার হানিকর নয়, বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। **সংঘস্মারক ইত্যাদির উপর আইনের প্রাধান্য।**- এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে,

(ক) বিশেষায়িত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি ব্যতীত, কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির সংঘস্মারক (Memorendum of Association) ও সংঘবিধি (Articles of Association), উহার সম্পাদিত কোনো চুক্তি বা উহার সাধারণ সভায় বা পরিচালনা পর্ষদের সভায় গৃহীত কোনো প্রস্তাবে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এবং উহা এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে, ক্ষেত্রমত, রেজিষ্ট্রিকৃত বা সম্পাদিত বা গৃহীত হউক বা হইয়া থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে, এবং

(খ) উক্ত সংঘস্মারক, সংঘবিধি, চুক্তি বা প্রস্তাবের কোন বিধানের যতটুকু এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্য থাকিবে উক্ত বিধানের ততটুকু অবৈধ হইবে।

৪। **ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ক্ষেত্রে কতিপয় আইনের প্রয়োগ নিষিদ্ধ।**- ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন), সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) প্রযোজ্য হইবে না।]

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হইলে ধারা ৪৪ এবং ধারা ৪৮ এর অধীন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি যেভাবে পরিদর্শন করা হয় বা উহাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক একইভাবে উক্ত ব্যক্তি, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে এবং ক্ষেত্রমত নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বা অন্য যে কোনো আইনে নিবন্ধিত হইয়া থাকুক না কেন, ধারা ৪৪ এবং ধারা ৪৮ এর অধীন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি যেভাবে পরিদর্শন করা হয় বা উহাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক একইভাবে ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে গঠিত কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির সাবসিডিয়ারী কোম্পানি পরিদর্শন করিতে, এবং ঐ সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানিকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

৫। **সংজ্ঞা।**—বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) 'অর্থায়ন' অর্থ ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক শরিয়াহ্ মোতাবেক অগ্রিম, ধার, কর্জ বা ঋণ হিসাবে অর্থ প্রদান বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে অর্থসংস্থান (ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড যাহা মুনাফাসহ কিংবা মুনাফা বিহীন), যেগুলোর মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

- অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে অর্থায়ন, যেমন মুশারাকা, সিন্ডিকেটেড ফাইন্যান্সিং;

- এক পক্ষের মূলধন ও অপর পক্ষের ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক ব্যবসা, যেমন, মুদারাবা;

- ইজারা ভিত্তিতে অর্থায়ন;

- ক্রয়-বিক্রয় ভিত্তিক অর্থায়ন, যেমন বাই-মুরাবাহা, বাই-সালাম, বাই-ইস্তিসনা, বাই-মুসাওমাহ্;

- মুদ্রা বিনিময় চুক্তি;

- বিনিময় বিল (Bill of Exchange) ও অন্যান্য হস্তান্তরযোগ্য দলিল, ইসলামিক সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট ক্রয়;

- করদ্ এ হাসানা পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান;

- গ্রাহকের পক্ষে গ্যারান্টি, এক্সসেপ্টেন্স (acceptance) অথবা সমজাতীয় অন্য কোন দায়গ্রহণ ।

(খ) 'দেনাদার, অর্থ শরীয়াহ্ সম্মত পদ্বতিতে ঋণ ও বিনিয়োগ গ্রহণ, লাভ-ক্ষতির ভাগাভাগি, খরিদ বা ইজারার ভিত্তিতে বা অন্য কোনভাবে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান এবং কোন জামিনদারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) 'পাওনাদার' অর্থে-আমানত প্রদানকারী বা লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছেন বা অর্থ লগ্নি করিয়াছেন বা যে কোন শরীয়াহ্ সম্মত পদ্বতিতে ইসলামি ব্যাংক'কে অর্থায়ন করিয়াছেন এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে

(ঘ) 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;(ঙ) 'অনুমোদিত সম্পত্তি নির্দশন-পত্র' অর্থ সেই সব সম্পত্তি নির্দশন-পত্র যাহাতে কোন ট্রাস্টী Trust Act, 1882 (II of 1882) এর Section 20 এর Clause (a), (c) অথবা (d) এর অধীনে অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারে, যেসব সম্পত্তি নিদর্শন-পত্রকে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ধারার ব্যাপারে অনুমোদিত সম্পত্তি নিদর্শন-পত্র হিসাবে ঘোষণা করে ।

(ঙ) 'আমানত হিসাব' অর্থ পারস্পরিক দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা/চুক্তির বিপরীতে এক ধরনের জমা হিসাব যা কোন মুনাফা বা মুনাফা ব্যতিরেকে জমাকৃত অর্থ জমা প্রদানকারী কর্তৃক চাহিদা মাত্র অথবা অন্য কোন ব্যবস্থার বিপরীতে ফেরত প্রদান করা হইবে। যেখানে মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে গৃহীত আমানত ব্যতীত অন্য আমানতের ক্ষেত্রে ফেরতযোগ্য অর্থের পরিমাণ জমাকৃত অর্থ অপেক্ষা কম হইবেনা । ইসলামিক ব্যাংকগুলোর চলতি হিসাব, আল-ওয়াদিয়া হিসাব ও করদ্ হিসাব/করদে হাসানা হিসাব এ ধরনের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হইবে । মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে সৃষ্ট আমানত হিসাব ব্যবসায় হতে প্রাপ্ত মুনাফা পূর্বসম্মতভাবে ভাগ হবে এবং প্রকৃত ক্ষতি মূলধন সরবরাহকারী হিসাবে গ্রাহক বহন করবে।

(চ) 'আমানতকারী (Depositor)' অর্থ এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যিনি কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানিতে আমানত হিসাব অথবা বিনিয়োগ আমানত হিসাব পরিচালনা করিয়া থাকেন ।

(ছ) 'ইসলামি ব্যাংকিং' অর্থ এমন ব্যাংক- ব্যবসা বুঝাইবে যার লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের সাথে এমন কোন উপাদান জড়িত নয় যাহা ইসলামী শরীয়াহ্ দ্বারা অনুমোদিত নয় ।

(জ) ইসলামি ব্যাংক- কোম্পানি অর্থ ধারা ৬ এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনাকারী কোন কোম্পানি, এবং যে কোন বিশষায়িত ইসলামি ব্যাংকও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঝ) 'ইসলামি ব্যাংক ব্যবসা' বলিতে অত্র আইনের ৩১ ধারা অনুযায়ী ইসলামি-ব্যাংক-কোম্পানির কার্যাবলীকে বুঝাইবে ।

(ঞ) 'শরীয়াহ্ সিকিউরিটিজ' অর্থ

- বাংলাদেশ সেন্ট্রাল শরিয়াহ কাউন্সিল কর্তৃক 'শরিয়াহ সিকিউরিটিজ' হিসেবে ঘোষিত বা নির্দেশিত বা স্বীকৃত কোন সিকিউরিটিজ; বা

-কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির শেয়ার বা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত অন্য কোন দলিল যা সিকিউরিটিজ হিসাবে গণ্য; বা

- বাংলাদেশ সেন্ট্রাল শরিয়াহ কাউন্সিলের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির শরিয়াহ অ্যাডভাইজরি বোর্ড কর্তৃক 'শরিয়াহ সিকিউরিটিজ' হিসেবে ঘোষিত কোন সিকিউরিটিজ;

(ট) 'কোম্পানী' বলিতে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর ধারা-২(১)(ঘ) এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানী ।

(ঠ) 'করদ এ হাসানা' বলিতে এমন আমানত বা ঋণ বুঝাইবে যেইখানে ফেরতযোগ্য অর্থের পরিমাণ মূল আমানত বা প্রদানকৃত ঋণের অর্থের অধিক হইবেনা; তবে শর্ত থাকে যে, ঋণ প্রদানকারী ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি আমানত/ ঋণ পরিচালনা তথা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকৃত খরচ আদায় করিতে পারিবে।

(ড) 'খেলাপী ঋণ/বিনিয়োগ/অর্থায়ন গ্রহীতা'- অর্থ কোন দেনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী যাহার নিজের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অগ্রীম, ঋণ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার অংশের উপর অর্জিত মুনাফা বা অন্য কোন ন্যয্য পাওনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইয়াছে।

'গ্রাহক' বলতে কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির আমানতকারী ও অর্থায়ন/বিনিয়োগ/ঋণ সুবিধা/সেবা গ্রহণকারীসহ এমন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যাহার সাথে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে ।

(ঢ) 'চাহিবা মাত্র দায়' অর্থ এমন আর্থিক দায় যাহা চাহিবা মাত্র অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে। (থ) 'মেয়াদী দায়' অর্থ এমন আর্থিক দায় যাহা সুনির্দিষ্ট মেয়াদপূর্তীর পর অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে। চাহিবামাত্র দায় ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক দায় মেয়াদী দায় হিসাবে গণ্য হইবে।

(গ) 'তফসিলি ব্যাংক' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর 2(j) ধারায় সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank –কে বুঝাইবে ।

(ত) 'ব্যাংক-কোম্পানী' অর্থ -ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা-৫ এর দফা (ণ)তে সংজ্ঞায়িত ব্যাংক-কোম্পানী।

(থ) 'বিশেষায়িত ব্যাংক' বলিতে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫ এর দফা-(ড) এ উল্লিখিত বিশেষায়িত ব্যাংক বুঝাইবে ।

(দ) 'বিনিয়োগ' মুনাফা অর্জন বা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামি ব্যাংক কর্তৃক শরীয়াহ্ সম্মত উপায়ে অর্থ লগ্নী করাকে বুঝাইবে।

(ধ) ''বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন স্থাপিত Bangladesh Bank ।

(ন) 'বৈদেশিক মুদ্রা' বলিতে বৈদেশিকমুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের VII নং আইন) এর ধারা 2(d) এ প্রদত্ত সংজ্ঞায় উল্লিখিত' ফরেন এক্সচেঞ্জ' বুঝাইবে।

(প) 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' বলিতে বাংলাদেশ সিকিউরিজি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৩ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সিকিউরিজি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন –কেবুঝাইবে।

(ফ) বাংলাদেশ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ কাউন্সিল–অর্থ ধারা ২৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল।

(ব) 'শরীয়াহ্ সুপারভাইজারী কমিটি' অর্থ –ধারা ২৯ অনুযায়ী কোন ইসলামি ব্যাংক কর্তৃক গঠিত শরীয়াহ্ সুপারভাইজরী কমিটি।

(ভ) স্বর্ণ –স্বর্ণ অর্থ মুদ্রার আকারে স্বর্ণ, আইনানুগ টেন্ডার হউক বা না হউক, অথবা বাট বা পিন্ড আকারে স্বর্ণ, পরিশোধিত হউক বা না হউক ।

(ম) 'ইচ্ছাকৃত খেলাপী' অর্থ এইরুপ কোন খেলাপী ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যিনি বা যাহা-

(১) নিজের, তাহার পরিবারের সদস্যদের, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির অনুকূলে কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানী, ব্যাংক-কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ, অগ্রিম, বিনিয়োগ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর আরোপিত সুদ বা মুনাফা তাহার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ করে না; বা

(২) কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি, ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে জালিয়াতি, প্রতারণা বা মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিজের, তাহার পরিবারের সদস্যের, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নামে ঋণ, অগ্রিম, বিনিয়োগ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে; বা

(৩) কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি, ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে যে উদ্দেশ্যে ঋণ, অগ্রিম, বিনিয়োগ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত ঋণ, অগ্রিম, বিনিয়োগ বা আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ ব্যবহার করিয়াছেন; বা

(৪) ঋণ বা অগ্রিম এর বিপরীতে প্রদত্ত জামানত ঋণ বা অগ্রিম প্রদানকারী কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি, ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর বা স্থানান্তর করিয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংজ্ঞার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, নির্দেশনা জারী করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় খন্ড

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির লাইসেন্স ও ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপন

৬। ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি লাইসেন্স। -(১) অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি লাইসেন্স ব্যতীত বাংলাদেশে কোন ইসলামি ব্যাংকিং-ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন লাইসেন্স প্রদানের সময় বা লাইসেন্স প্রদানের পর বাংলাদেশ ব্যাংক উহার বিবেচনায় সঙ্গত যে কোনো শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) এই আইন প্রবর্তনের সময় ইসলামি ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী বিদ্যমান কোনো ব্যাংক-কোম্পানী উক্ত প্রবর্তন হইতে ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে, এবং অন্য কোন ব্যাংক-কোম্পানী বা কোম্পানী বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্বে, এই ধারার অধীন লাইসেন্সের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই এই আইন প্রবর্তনের সময় ইসলামি ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী বিদ্যমান কোন ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসা চালাইয়া যাইতে কোন বাধা হিসাবে গণ্য হইবে না, যদি-

(ক) এই ধারার অধীন উহা আবেদন বিবেচনাধীন থাকে, বা

(খ) লাইসেন্স মঞ্জুর করা যাইবেনা এই মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উহাকে নোটিশের মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে:

(৪) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল ব্যাংক-কোম্পানী প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবসার সহিত একই সঙ্গে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করিত, সেই সকল ব্যাংক-কোম্পানি এই আইন কার্যকর হইবার পর প্রচলিত ব্যাংক-ব্যবসা এবং ইসলামি ব্যাংক-ব্যবসা এর মধ্য হইতে যে কোন এক ধরনের ব্যাংক-ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন কার্যকর হইবার অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উক্তরূপ ব্যাংক-কোম্পানি কোন ধরনের ব্যাংক-ব্যবসা করিতে আগ্রহী তাহা লিখিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিবে।

তবে আরো শর্ত থাকে যে, এই আইন কার্যকর হইবার তিন বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানী উক্তরূপ ব্যাংক-ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে উহার পরিপূর্ণ রূপান্তর সম্পন্ন করিবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সমীচীন মনে করিলে বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লিখিত মেয়াদ অনধিক ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর শর্তাংশের অধীন কোন ব্যাংক-কোম্পানী যে ধরনের ব্যাংক-ব্যবসা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন করিয়াছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে, সেই ধরনের ব্যাংক-ব্যবসা অব্যাহত রাখিতে পারিবে এবং উহা ব্যতীত অন্য ধরনের ব্যাংক-ব্যবসা অব্যাহত রাখিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অন্য ধরনের ব্যাংক-ব্যবসার আওতায় ইতিপূর্বে গৃহীত আমানত কিংবা প্রদত্ত ঋণ দায় পরিশোধ না হওয়া বা মেয়াদ অবসান না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে৷

(৬) উপ-ধারা (৪) এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে কোন ব্যাংক-কোম্পানী প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং ব্যবসার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনক্রমে সাবসিডিয়ারী কোম্পানী গঠনের মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিং সেবা প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) এই আইনের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল ইসলামি ব্যাংক কোম্পানীকে তাদের নামের সহিত ইসলামি শব্দটি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৮) এই আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি ব্যতীত অন্য কেহ উহার নামের অংশ হিসাবে ইসলামি ব্যাংক বা অনুরূপ শব্দের ব্যবহার করিতে পারিবে না:

তবে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক গঠিত সাবসিডিয়ারি কিংবা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানিসমূহের পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত কোনো সংস্থার ক্ষেত্রে এই উপধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৭। ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি তালিকা প্রকাশ।- এই আইনের অধীন কোনো ইসলামি ব্যাংক- কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদানের অব্যবহিত পর বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত কোম্পানির নাম ও ঠিকানা প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

৮। নূতন ব্যবসা কেন্দ্র চালু বা বিদ্যমান ব্যবসা কেন্দ্র স্থানান্তরের উপর বাধা-নিষেধ।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে-

(ক) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উহার কোনো ব্যবসা কেন্দ্র বা অফিস চালু করিবে না এবং বিদ্যমান ব্যবসা কেন্দ্র বা অফিসের স্থান পরিবর্তন করিবে না; এবং

(খ) বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বাংলাদেশের বাহিরে উহার কোনো ব্যবসা কেন্দ্র বা অফিস চালু করিবে না এবং বাংলাদেশের বাহিরে উহার বিদ্যমান কোনো ব্যবসা কেন্দ্র বা অফিসের স্থান পরিবর্তন করিবে না।

ব্যাখ্যা: এই উপধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে , ব্যবসায় কেন্দ্র বলিতে উহার শাখা , উপ-শাখা, বুথ, এজেন্ট ব্যাংকিং, উইন্ডো বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত যে-কোনো কার্যক্রমকে বুঝাইবে।

(২) কোন প্রদর্শনী, মেলা, সম্মেলন বা অনুরূপ অন্য কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জনসাধারণকে সাময়িকভাবে ব্যাংকের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে অনধিক এক মাসের জন্য নূতন ব্যবসা কেন্দ্র চালু করা হইলে সেই ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না:

তবে, শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ব্যবসা চালু করিবার এক সপ্তাহের মধ্যে তৎসম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোন ইসলামি-ব্যাংক কোম্পানী উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুমতি প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনবোধে উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানীর কোন বিষয়ে ধারা ৪৪ এর অধীন পরিদর্শনের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে জানিয়া নিতে পারিবে।

৯। লাইসেন্স বাতিলকরণ।- (১) এই আইনের ধারা (৬) এর অধীন প্রদত্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির লাইসেন্স বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে বাতিল করিতে পারে, যথা:-

(ক) যদি উক্ত কোম্পানি বাংলাদেশে উহার ব্যাংক ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেয়;

(খ) যদি কোনো সময় ধারা-৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে আরোপিত কোনো উক্ত কোম্পানি পালন করিতে ব্যর্থ হয়;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন লাইসেন্স বাতিল করিবার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে উক্ত দফাসমূহের বিধানাবলী পালন বা পূরণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ প্রদানজনিত বিলম্ব উক্ত কোম্পানির আমানতকারীদের বা জনস্বার্থের পরিপন্থী হইবে না, তাহা হইলে উক্ত বিধানাবলী পালন বা পূরণ করিবার সুযোগ দিবে।

(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করিবার পূর্বে অনূর্ধ্ব ১৫ (পনের) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করা হইলে তাহা লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানিকে অবহিত করিতে হইবে এবং বাতিলকরণের নোটিশ প্রজ্ঞাপন দ্বারা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) উপধারা (৩) এর অধীনে বাতিলকরণের নোটিশ প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি, কোন আর্থিক লেনদেন করিতে পারিবে না। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন-সাপেক্ষে কেবলমাত্র প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৫) উপধারা ৪-এর বিধান কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির উপর কোনো ব্যক্তির অধিকার বা দাবির কার্যকরকরণ অথবা কোনো ব্যক্তির উপর কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির অধিকার বা দাবির কার্যকরকরণ ক্ষুণ্ন করিবে না।

(৬) এই ধারার অধীন কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্তের ফলে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি সংক্ষুব্ধ হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত উহাকে গোচরীভুত করিবার তারিখের ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা-পর্ষদের নিকট তাহা পুনর্বিবেচনার আবেদন করিতে পারিবে।

তৃতীয় খন্ড

মূলধন, সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি, নগদ ও বিনিময়যোগ্যসম্পদ সংরক্ষণ, শেয়ার ধারণ ইত্যাদি

১০।মূলধন সংরক্ষণ ও সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি ।- প্রত্যেক ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে, হারে এবং পন্থায় মূলধন ও সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি সংরক্ষণ করিবে।

১১।সংরক্ষিত নগদ তহবিল ও সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণ।-(১) প্রত্যেক ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক বা উহার কোন প্রতিনিধি ব্যাংকের নিকট চলতি বাজার দরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই পরিমাণ নগদ অর্থ বা স্বর্ণ বা দায়মুক্ত অনুমোদিত সম্পত্তি-নিদর্শন-পত্র বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত পন্থায় ও হারে মওজুদ রাখিবে যাহার মূল্য উহার যে কোন কার্যদিবসের সমাপ্তিতে উহার সমুদয় মেয়াদী ও চাহিবামাত্র দায়ের কম হইবে না।

ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারায় "প্রতিনিধি ব্যাংক" বলিতে কোন তফসিলি ব্যাংক-কোম্পানির এমন শাখাকে বুঝাইবে যাহা বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে ক্লিয়ারিং হাউজ পরিচালনা করে।

(২) কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি ধারা (১) বর্ণিত বিধানমতে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত পন্থায় ও হারে নগদ তহবিল বা সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণ করিতে কোন সময়ে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি উল্লিখিত সম্পদের ঘাটতির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সমপরিমাণ অর্থ যোগানের জন্য ধার্যকৃত হারে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিবে।

১২।বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ সম্পদ।- (১) যে কোন কার্য দিবসের সমাপ্তিতে প্রত্যেক ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ সম্পদের মূল্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উহার বিদ্যমান মেয়াদী ও চাহিবামাত্র দায়ের সেই পরিমাণ অপেক্ষা কম থাকিবে না যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত শতাংশ কোন অবস্থাতেই উক্ত দায়ের ৮০% এর বেশী হইবে না।

(২) প্রত্যেক ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানী, প্রতিটি মাস শেষ হইবার পূর্বে, উহার পূর্ববর্তী মাসের একটি বিবরণী , যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি থাকিবে, নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করিবে, যথা:-

(ক) এই ধারা মোতাবেক উহার সংরক্ষিত সম্পদ ;

(খ) মাসের প্রতি বৃহস্পতিবারের সমাপ্তিতে এবং কো ন বৃহস্পতিবার Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. XXVI of 1881) এর অধীনে সরকারী ছুটির দিন থাকিলে , উহার পূর্ববর্তী কার্যদিবসের সমাপ্তিতে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উহার মেয়াদী ও চাহিবামাত্র দায়।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিল বা জামানত বাংলাদেশের বাহিরে ধারণকৃত হওয়া সত্বেও উহা বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে, যদি-

(অ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত মুদ্রায় কোন র প্তানী বিল বাংলাদেশে দাবীকৃত হয় বা কোন আমদানী বিল বাংলাদেশে দাবীকৃত ও পরিশোধযোগ্য হয়; এবং

(আ) কোন সম্পত্তি-নিদর্শন-পত্র বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে কোন সম্পদকে যদি যথার্থ অর্থে সম্পদ বলিয়া গণ্য করা না যায় , তাহা হইলে উহা উক্তরূপ সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে না।

(খ) ''বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দায়'' অর্থে আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত সঞ্চিতিসমূহ বা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির লাভ-ক্ষতির হিসাবে উল্লিখিত আকলন স্থিতি অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

১৩।শেয়ারক্রয়ে বাধা-নিষেধ ইত্যাদি।- (১) কোন ব্যক্তি বা তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি, একই গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কিংবা একই পরিবারের সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে , একক বা যৌথ বা উভয়ভাবে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির শতকরা ১০ (দশ) ভাগের বেশি শেয়ার ক্রয় করিবে না ।

(২) এ ধারার কোন কিছুই সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা: এই ধারায় 'পরিবার' অর্থে কোন ব্যক্তির স্ত্রী , স্বামী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন এবং ঐ ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সকলকে বুঝাইবে।

১৪।উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারক।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোন ব্যক্তি বা তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি , একই গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কিংবা একই পরিবারের সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে , একক বা যৌথ বা উভয়ভাবে কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারক হইলে অন্য কোন ইসলামি ব্যাংক কোম্পানী বা ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারক হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা।– 'উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারক' বলিতে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা অন্যের সাথে যৌথভাবে, কোন ব্যাংক-কোম্পানীর মালিকানা স্বত্ত্বের শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক শেয়ার ধারনকে বুঝাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বর্ণিত পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত তথ্য ও উপাত্তসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি অন্য কোনো ইসলামি ব্যাংক কোম্পানী বা ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক হইতে পারিবে না।

১৫।সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠন— কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি নিম্ন বর্ণিত কোনো উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠন করিতে বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে কোনো বিদ্যমান কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণমূলক শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না, যথা:-

(ক) কোনো ট্রাস্ট পরিচালনা ও কার্যকর করা;

(খ) নির্বাহক বা ট্রাস্টি হিসাবে বা অন্য কোন প্রকারে কোনো সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা;

(গ) আমানতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিরাপদ ভল্টের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) বালাদেশ ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে,-

(অ) কেবলমাত্র বাংলাদেশের বাহিরে ইসলামি ব্যাংক-ব্যবসা পরচালনা করা;

(আ) অনিবাসীগণের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত এবং অবাধে হস্তান্তরযোগ্য আমানতের ভিত্তিতে ইসলামি ব্যাংক-ব্যবসা পরিচালনা করা;

(ই) স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও একচেঞ্জ কমিশন হতে নিবন্ধন গ্রহণ আবশ্যক এইরূপ কোনো প্রকার ব্যাবসায় পরিচালনা করা যা শরীয়াহ্ অনুমোদিত; এবং

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক, যে সকল ব্যবসাকে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক-ব্যবসার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সহায়ক বা জনস্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় বা অন্য কোনভাবে উপকারী বলিয়া মনে করে, সেই সকল ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৬।অন্য কোম্পানির শেয়ার ধারণ।- (১) ধারা ১৫ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি শরিয়াহ্ নীতি মেনে অন্য কোন কোম্পানির শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পরিমাণের অধিক শেয়ার ধারণ করিবে না, যথা:-

(ক) ধারণকৃত শেয়ারের বাজার মূল্য উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির কমন ইকুইটি মূলধনের পাঁচ শতাংশ,

(খ) উক্ত কোম্পানির আদায়কৃত মূলধনের দশ শতাংশ:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) ও দফা (খ) এ শেয়ার ধারণের পরিমাণ আদায়কৃত মূলধনের দশ শতাংশের বেশী হইতে পারিবে না:

আরো শর্ত থাকে যে, পুঁজিবাজার বিনিয়োগ কোষে ধারণকৃত সকল প্রকার শেয়ার, কর্পোরেট বন্ড, ডিবেঞ্চার, মিচ্যুয়াল ফান্ড ও অন্যান্য পুঁজিবাজার নিদর্শনপত্রের মোট বাজারমূল্য এবং পুঁজিবাজার কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত নিজস্ব সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহ বা অন্য কোন কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহে প্রদত্ত বিনেয়োগ এবং পঁজিবাজারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গঠিত কোন প্রকার তহবিলে প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণসামষ্টিগতভাবে উহার কমন ইকুইটি মূলধনের ২৫(পঁচিশ) শতাংশের অধিক হইবে না।

ব্যাখ্যা।– 'কমন ইকুইটি মূলধন' বলিতে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির আদায়কৃত মূলধন, শেয়ার প্রিমিয়াম, সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি ও রিটেইন্ড আর্নিংস এর মোট পরিমাণকে বুঝাইবে।

১৭।অনাদায়ি মূলধন দায়যুক্তকরণ — কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উহার কোনো অনাদায়ি মূলধনকে দায়যুক্ত করিবে না এবং এইরূপে দায়যুক্ত করা হইলে উহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮।সম্পদকে অনির্দিষ্ট দায়যুক্তকরণ (Floating charge)।- আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি হইবে না, এই মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত, কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উহার কোনো কার্য বা সম্পত্তিকে বা উহার কোনো অংশকে অনির্দিষ্ট দায়যুক্ত করিবে না এবং এইরূপ করিলে তাহা অবৈধ হইবে।

১৯।লভ্যাংশ (Floating charge) প্রদানের উপর বাধা-নিষেধ।– (১) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উহার শেয়ারের উপর কোনো নগদ লভ্যাংশ প্রদান করিবে না, যদি-

(ক) উহার প্রাথমিক ব্যয়, সাংগঠনিক ব্যয়, শেয়ার বিক্রি ও এজেন্ট কমিশন, লোকসান এবং অন্যান্য ব্যয়সহ মূলধনী ব্যয়ে পরিণত হইয়াছে এইরূপ সকল ব্যয় সম্পূর্ণরূপে অবলোপন না করা হইয়া থাকে; এবং
(খ) উহা ধারা ** এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়।

চতুর্থ খন্ড

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবস্থাপনা

২০। পরিচালক পর্ষদ।— এই আইনে বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে অথবা কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি সংঘ স্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অন্যূন ৩ (তিন) জন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক সংখ্যা ১৫ (পনেরো) জনের অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার বিধান তালিকাভুক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

ব্যাখ্যা: "স্বতন্ত্র পরিচালক" বলিতে শরীয়াহ্ জ্ঞানসম্পন্ন এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং শেয়ারধারক হইতে স্বাধীন এবং যিনি কেবল ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির স্বার্থে স্বীয় মতামত প্রদান করিবেন এবং ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির সহিত কিংবা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি-সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সহিত যাহার অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনো প্রকৃত স্বার্থ কিংবা দৃশ্যমান স্বার্থের বিষয় জড়িত নাই।

২১।পরিচালক নিয়োগ। —(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইন অথবা কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার ১ (এক) বৎসর অতিবাহিত হইবার পর হইতে কোন একক পরিবার হইতে দুইজনের অধিক সদস্য একই সময়ে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশি শেয়ার-হোল্ডার কর্তৃক শেয়ার ধারণের বিপরীতে পরিচালকের সংখ্যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(২) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির কোনো পরিচালক একই সময়ে অন্য কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা বা ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বীমা কোম্পানির পরিচালক থাকিবেন না এবং তাহার পক্ষে অন্য কাউকে অন্য কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থি ক প্রতিষ্ঠান বা বীমা কোম্পানির পর্ষদে পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

(৩) কোনো ব্যক্তি কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক পরিচালক , ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তাহার অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা না থাকে ;

(খ) তিনি ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত হন কিংবা জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকান্ডোর সহিত জড়িত ছিলেন বা থাকেন;

(গ) তাহার সম্পর্কে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আদালতের রায়ে কোন বিরূপ পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য থাকে;

(ঘ) তিনি আর্থিক খাতসংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিধিমালা , প্রবিধান বা নিয়ামাচার লঙ্ঘনজনিত দন্ডে দন্ডিত হন;

(ঙ) তিনি এমন কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকেন, যাহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হইয়াছে;

(চ) তাহার নিজের কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ বা খেলাপি হন;

(ছ) তিনি কোনো সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন।

(৫) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির এমন কোনো পরিচালক থাকিবেন না, যিনি-

(ক) উক্ত কোম্পানির বহিঃহিসাব নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, পরামর্শক, বেতনভুক কর্মচারী বা অন্য কোনোভাবে লাভজনক পদের দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছেন; এবং

(খ) এমন কোনো কোম্পানির বা কতিপয় কোম্পানির পরিচালক যে কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহ একত্রে উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির মোট শেয়ারের বিপরীতে মোট ভোটের ৫ (পাঁচ) শতাংশের অধিক ভোট প্রদানের অধিকারী।

(৬) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির কোনো পরিচালককে পদত্যাগ করিতে হইলে পরিচালকগণের মধ্য হইতে কোন পরিচালক উক্ত পদ ত্যাগ করিবেন তাহা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে; কোনো সমঝোতায় উপনীত হইতে ব্যর্থ হইলে পরিচালক পর্ষদের সভায় লটারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহা নির্ধারিত হইবে। [উপ-ধারা-১ এর অববহিত পর পর এই উপ-ধারাটি সন্নিবেশ করা যেতে পারে]

(৭) এই আইন কার্যকর হইবার পর হইতে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক নির্বাচন বা মনোনয়নের পর ক্ষেত্রমতো নিযুক্তি বা পদায়ন বা পুনঃনিযুক্তি বা পুনঃপদায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইরূপ নিযুক্ত বা পুনঃনিযুক্ত বা পদায়নকৃত পরিচালককে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া, বরখাস্ত করা বা অপসারণ করা যাইবে না।

(৮) পরিচালকের যোগ্যতা, পরিচালকের নির্বাচন বা মনোনয়ন ও নিযুক্তি বা পদায়ন পদ্ধতি, পর্ষদের গঠন, বিকল্প ও স্বতন্ত্র পরিচালকের নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২২।পর্ষদের ভূমিকা।—(১) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির শরিয়াহ্ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও উহার পরিপালনের জন্য পরিচালনা পর্ষদ দায়বদ্ধ থাকিবে।

(২) প্রত্যেক ইসলামি ব্যাংক -কোম্পানি উহার পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য নহেন এইরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে একটি অডিট কমিটি গঠন করিবে।

(৩) প্রত্যেক ইসলামি ব্যাংক -কোম্পানি উহার পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সমন্ব য়ে একটি ঝুঁকি ব্যবস্থা পনা কমিটি এবং একটি শরিয়াহ্ গভার্ন্যান্স কমিটি গঠন করিবে।

২৩। পরিচালক পদের মেয়াদ।— (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন অথবা কোনো ইসলামিব্যাংক-কোম্পানির সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন , কোনো ব্যক্তি কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক পদে একাধিক্রমে ৬ (ছয়) বৎসরের অধিক অধিষ্ঠিতি থাকিতে পারিবেন না।

(২) কোনো পরিচালক একাদিক্রমে ৬ (ছয়) বৎসর কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক পদে অধিষ্ঠিতি থাকিলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পর ৩ (তিন) বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক পদে পুনঃনিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না।

ব্যাখ্য। এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো ব্যক্তি পরিচালক পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাইতে কম সময় অধিষ্ঠিত না থাকিলে একাদিক্রমে ৬ (ছয়) বৎসর গণনার ক্ষেত্রে উক্ত সময়ও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৪। পরিচালক পদ শূন্য হওয়া। — (১) নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কারণে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির কোনো পরিচালকের পদ শূন্য হইবে, যদি তিনি—

(ক) 'খেলাপি কর্জগ্রহীতা' হিসাবে চিহ্নিত হন বা জামিনদার হিসাবে তাহার নিকট পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হন;

(খ) সরকারি পরিষেবা বাবদ প্রদেয় বিল বা সরকারের পাওনা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন;

(গ) তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি বা কোনোরূপ স্বার্থহানি হয়;

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোল্লেখিত ব্যর্থতার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নোটিশ দ্বারা পরিশোধযোগ্য পাওনা পরিশোধ বা সম্পাদনযোগ্য কর্তব্য সম্পাদন করিতে নির্দেশ প্রদান করিবে এবং এইরূপ নির্দেশনা পাইবার দুই মাসের মধ্যে তিনি তাহা পরিশোধে বা সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে অবিলম্বে ঐ পরিচালকের পদ শূন্য হইবে।

(২) এই ধারার অধীনে কোনো পরিচালকের পদ শূন্য হইলে তাহার নিকট প্রাপ্য টাকা সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানিতে তাহার শেয়ার সমন্বয়ের মাধ্যমে আদায় করা হইবে এবং এইরূপে সমন্বয়ের পর যাহা বকেয়া থাকিবে তাহা সরকারি পাওনা হিসাবে গণ্য হইবে এবং Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act III of 1913) এর অধীনে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) উপধারা ১-এর অধীনে কোনো পরিচালকের পদ শূন্য হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির প্রাপ্য সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিবার তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানি বা বীমা কোম্পানির পরিচালক হইতে পারিবেন না, তবে 'ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসাবে চিহ্নিত হইলে তিনি ভবিষ্যতে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানি বা বীমা কোম্পানির পরিচালক হইতে পারিবেন না।

(৪) উপধারা ১-এর অধীন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির কোনো পরিচালক নোটিশ প্রাপ্ত হইলে তাহার নিকট প্রাপ্য সমুদয় পাওনা পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানিতে পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন সেই কোম্পানিতে তাহার নামে ধারণকৃত শেয়ার হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(৫) এই ধারার অধীন গৃহীত কোনো ব্যবস্থা , আদেশ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোম্পানি আইন , ১৯৯৪ এর ধারা ৩-এর অধীন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত ব্যতীত অন্য কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

২৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ।— (১) প্রত্যেক ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ-সাপেক্ষে একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা , যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, নিয়োগ করিবে এবং তাহার উপর কোম্পানির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।

(২) এইরূপে নিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতীত অব্যাহতি দেওয়া , বরখাস্ত বা অপসারণ করা যাইবে না।

(৩) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন , কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ একাদিক্রমে ৩ (তিন) মাসের অধিক শূন্য রাখা যাইবে না।

(৪) উপধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ পূরণ করা না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্তি ইসলামি ব্যাংককোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবার জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং উক্ত ইসলামি ব্যাংক কোম্পানি তাহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বাবদ খরচ বহন করিবে।

২৬।চেয়ারম্যান, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ইত্যাদির অপসারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা। — (১) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির চেয়ারম্যান বা কোন পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্তৃক, কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা উহার আমানতকারীদের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ রোধকল্পে বা জনস্বার্থে উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, উক্ত চেয়ারম্যান , পরিচালক বা প্রধান নির্বাহীকে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন , অপসারণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, আদেশের মাধ্যমে, উক্ত চেয়ারম্যান, পরিচালক, প্রধান নির্বাহীকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)এর অধীন কোন আদেশ প্রদানের পূর্বে যাহার বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ প্রদান করা হইবে তাহাকে উহার বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শনের জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ দিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অনুরূপ সুযোগ প্রদানজনিত বিলম্ব উক্ত ইসলামি ব্যাংক কোম্পানি বা উহার আমানতকারী বা জনস্বার্থে ক্ষতিকর হইবে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উপরিউক্ত সুযোগ প্রদানের সময়ে বা উহার পরে যেকোন সময় বা উক্ত উপ-ধারার অধীন কোন কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকিলে, তাহা বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায়, লিখিত আদেশের মাধ্যমে, নির্দেশ দিতে পারে যে,-

(ক) উক্ত চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী উক্ত লিখিত আদেশ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী হিসাবে কার্য করিবেন না, বা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, অংশগ্রহণ করিবেন না; এবং

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক এতদুদ্দেশ্যে যেই ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে নিযুক্ত করিবে সেই ব্যক্তি উক্ত ইসলামি ব্যাংক কোম্পানির চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী হিসাবে কার্য করিবেন।

(৩) যদি কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী উপধারা (১) এর অধীন অপসারিত হন তাহা হইলে তিনি উক্ত ইসলামি ব্যাংক কোম্পানির চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী পদে বহাল থাকিবেন না, এবং উক্ত আদেশে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যাহা তিন বৎসরের বেশি হইবে না, তিনি উক্ত ইসলামি ব্যাংক কোম্পানির বা অন্য কোন ব্যাংক কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সংযুক্ত হইবেন না বা অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত চেয়ারম্যান, পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী,-

(ক) তাঁহার নিযুক্তি-পত্রে নির্ধারিত শর্তাধীনে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত, যাহা এক বৎসরের বেশি হইবে না, উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন; এবং

(খ) তাঁহার পদের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কৃত কোন কিছুর জন্য আর্থিকভাবে বা অন্য কোন ভাবে দায়ী হইবেন না।

(৫)উপধারা (১)এর অধীনে অপসারিত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ অপসারণের কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন না।

২৭। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইসলামি ব্যাংক কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ বাতিল করার ক্ষমতা। — **(১)** বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,—

(ক) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ , উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন , এর কার্যকলাপ উহার বা উহার আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি বা ক্ষতিকর; বা

(খ) ধারা ২৫(১) এ উল্লিখিত যেকোনো বা সকল কারণে, উক্ত পর্ষদ বাতিল করা প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, আদেশ দ্বারা উক্ত পর্ষদ বাতিল করিতে পারিবে; এবং উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে উক্ত বাতিল আদেশ কার্যকর হইবে এবং উক্ত আদেশে যে মেয়াদের উল্লেখ থাকিবে সেই মেয়াদ পর্যন্ত আদেশটি বলবৎ থাকিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশের মেয়াদ সময় সময় বর্ধিত করিতে পারিবে, তবে বর্ধিত মেয়াদসহ উক্ত মেয়াদ দুই বৎসরের বেশী হইবে না।

(৩)পরিচালক পর্ষদ বাতিল থাকার সময়কালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময় সময় নিযুক্ত ব্যক্তি পর্ষদের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে।

(৪)ধারা-২৫ এর উপ-ধারা (২), (৩), (৪) ও (৫) এর বিধানসমূহ উহাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশের ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর বিধানাবলী সত্ত্বেও উক্তরূপ নিয়োজিত কোন ব্যক্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিধানাবলী জারি করিতে পারিবেঃ

(ক) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতার সীমা;

(খ) উক্ত ব্যক্তির কাজের সহিত সম্পর্কিত ব্যয়ের বিষয়;

(গ) উক্ত ব্যক্তির নিয়োগ বাতিল;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি উক্ত ব্যক্তির দায়বদ্ধতা; এবং

(ঙ) সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্মের জন্য উক্ত ব্যক্তির দায়-মুক্তি।

২৮। বাংলাদেশ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ কাউন্সিল।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক ' বাংলাদেশ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ কাউন্সিল' নামে একটি কেন্দ্রীয় শরিয়াহ্ অ্যাডভাইজরী কাউন্সিল গঠন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে গঠিত বাংলাদেশ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ কাউন্সিলের কাঠামো, কার্যাবলী, দায়িত্ব ও ক্ষমতা ইত্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

২৯।শরিয়াহ্ সুপারভাইজারী কমিটি।- (১) প্রত্যেক ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি একটি স্বাধীন শরিয়াহ্ সুপারভাইজরী কমিটি গঠন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে গঠিত শরিয়াহ্ সুপারভাইজরী কমিটির কাঠামো, দায়িত্ব, ও ক্ষমতা এবং কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা ইত্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

৩০। বহিঃ নিরীক্ষা- (১) বাংলাদেশ ব্যাংক, এই আইনের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল বা কোন নির্দিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির শরিয়াহ্ পরিপালন নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগ, নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, অনুরূপভাবে শাখা বা উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংক-ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রচলিত ব্যাংক-কোম্পানিকে উপ-ধারা (১) এর অনুরূপ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে ।

(৩) বহিঃ শরীয়াহ্ নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতে পারিবে এবং তাহাদের নিকট হইতে নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা নথি সংগ্রহ করিতে পারিবে ।

(৪) নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা নিয়োগের এবং তাহাদের কার্যপরিধি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং নিযুক্ত নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা ব্যয় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বহন করিবে।

(৫) ইসলামি ব্যাংক -কোম্পানি উপ-ধারা (৪) এর অধীন বহিঃ শরীয়াহ্ নিরীক্ষক নিয়োগে ব্যর্থ হইলে অথবা অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান হইলে ইসলামি ব্যাং ক-কোম্পানির শরিয়াহ্ পরিপালন নিরীক্ষা করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এক বা একাধিক বহিঃ শরিয়াহ্ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করিতে পারিবে ।এবং

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন নিযুক্ত বহিঃ শরিয়াহ্ নিরীক্ষককে সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে এবং নিরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় বহন করিবে।

পঞ্চম খণ্ড

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসা

৩১।ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসা। —(১) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি ইসলামি ব্যাংকিং ছাড়াও শরীয়াহ পরিপালনপূর্বক নিম্নরূপ ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারিবে—

১) আমানত গ্রহণ ও এর ব্যবস্থাপনা;

২) বিনিয়োগের উদ্দ্যেশে আমানত গ্রহণ ও এর ব্যবস্থাপনা;

৩) অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

৪) বিনিময় বিল, হুন্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র, কূপন, ড্রাফট, রেলওয়ে রিসিট, ওয়ারেন্ট, ঋণপত্র, সার্টিফিকেট, মুদারাবা সার্টিফিকেট, মুদারাবাবন্ড, মুশরাকা সার্টিফিকেট, সুকুক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিজি এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অনুরূপ অন্যান্য দলিল ও সিকিউরিটিজ ক্ষেত্রমত, সম্পাদন (ইস্যুকরণ), লিখন/(আন্ডার-রাইটিং), দাবী প্রস্তুতকরণ, বাট্টাকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, সংগ্রহ, ধারন এবং লেনদেন;

৫) স্টক, তহবিল, শেয়ার, সুকুক, অন্যান্য সিকিউরিটিজ, মেয়াদী অংশগ্রহণ-পত্র, মেয়াদী অর্থ সংস্থান-পত্র, মুশারাকা সার্টিফিকেট, মুদারাবা সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য দলিল ও বিনিয়োগ গ্রহণ, ধারণ, কমিশনের ভিত্তিতে প্রেরণ এবং উহাদের দায় গ্রহণ ও লেনদেন ।

৬) ঋণপত্র, ট্রাভেলার্স চেক, ব্যাংক কার্ড এবং সার্কুলার নোট অনুমোদন ও ইস্যু করা ।

৭) ব্যাংকিং কর্মকান্ড অথবা বিনিয়োগ কার্যাবলীর অংশ হিসেবে স্থাবর সম্পত্তি (জমি, ইমারত, ইত্যাদি) ক্রয়, বিক্রয় বা বিনিময়

৮) স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতবমুদ্রা ক্রয়, বিক্রয় ও লেনদেন;

৯) বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়, বিক্রয়, সংরক্ষণ/ধারণ, বিনিময় ও রেমিট্যান্স।

১০) জামানত লইয়া বা জামানত ব্যতিরেকে বিনিয়োগ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

১১) বিভিন্ন প্রকার সিকিউরিটিজ বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য অনুরূপ দলিল সরকার বা অন্যান্যদের পক্ষে ক্রয় ও বিক্রয়, সিকিউরিটিজ বা দলিলাদির বিপরীতে টাকা সংগ্রহ ও প্রেরণ;

১২) ইসলামি ব্যাংকিং কার্যাবলীর অংশ হিসাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মালামাল বা পণ্য, ক্রয়, বিক্রয় বা বিনিময়;

১৩) সিকিউরিটিজ, দলিলাদি ও মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদ হেফাজতে বা অন্যভাবে রাখিবার জন্য গ্রহণ,

১৪) সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা;

১৫) গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসাবে মালামাল ক্রয়, খালাস, প্রেরণ এবং আমমোক্তার হিসাবে কাজ করাসহ যে কোন প্রকার প্রতিনিধি ব্যবসা পরিচালনা;

১৬) যে কোন প্রকার জামিন এবংক্ষতিনিষ্কৃতি ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যবসায় পরিচালনা এবং উক্তরূপ ব্যবসায়ে লেনদেন;

১৭) বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাধারণ বা বিশেষ অনুমোদন সাপেক্ষে কোন কোম্পানীকে ইকুইটি শেয়ার বা অন্যান্য সিকিউরিটিজ বা সুকুক ইস্যু, বিক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত সেবা প্রদান;

১৮) গ্রাহকের প্রয়োজনে আমদানি, রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ও অর্থায়ন;

১৯) বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত ও অনুমোদিত পদ্ধতিতে সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা;

২০) ইসলামি ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনাকালে-

-বিক্রেতা কর্তৃক পুনঃক্রয়, বা

-ভাড়ায় খরিদ পদ্ধতিতে বিক্রয়, বা

-বিলম্বে মূল্য পরিশোধ, বা

-ইজারা, বা

-আয় ভাগাভাগি, বা

-অন্য কোনভাবে অর্থ সংস্থান,

এর ব্যবস্থাসহ বা অনুরূপ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে পণ্য, পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক এবং গ্রন্থস্বত্বসহ যে কোন সম্পত্তি ক্রয় বা অর্জন ।

২১) ইসলামি ব্যাংক কোম্পানির কোন দাবীর আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিশোধের জন্য কোন সম্পত্তি দখলে গ্রহণ বা অনুরূপসম্পত্তির উদ্ধার ও ব্যবস্থাপনা ।

২২) ট্রাষ্টের দায়িত্ব গ্রহণ ও উহার ব্যবস্থাপনা;

২৩) যাকাত ফান্ড গঠন ও উহার পরিচালনা;

২৪) করদ ফান্ড গঠন ও উহার পরিচালনা;

২৫) নির্বাহক বা ট্রাষ্টি হিসাবে বা অন্যভাবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ;

২৬) ব্যাংক কোম্পানির কর্মচারী বা প্রাক্তন কর্মচারী বা তাহাদের পোষ্যগণের কল্যাণার্থে -

(ক) সমিতি, প্রতিষ্ঠান, তহবিল, ট্রাষ্ট অথবা অন্য কোন সংস্থা স্থাপন এবং উহাদের স্থাপনকল্পে সাহায্য বা সহযোগিতা প্রদান;

(খ) পেনশন ও ভাতা প্রদান

(গ) বীমার প্রিমিয়ার প্রদান

(ঘ) কোন প্রদর্শনী বা সাধারণভাবে উপকারী কোন কাজে চাঁদা প্রদান;

(ঙ) ঐসব ব্যাপারে অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

২৭) ইসলামিক ব্যাংক কোম্পানির প্রয়োজন বা সুবিধার্থে ইমারত বা এইরূপ অন্য কিছু অর্জন, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উহার পরিবর্তন সাধন;

২৮) উহার সমুদয় সম্পত্তি বা অংশ বিশেষ বা উহার কোন অধিকার বিক্রয়, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, বিনিময়, ইজারাপ্রদান, বন্ধকে রাখা বা অন্যবিধ উপায়ে হস্তান্তরকরণ বা টাকায় রূপান্তরকরণ বা অন্য কোন উপায়ে উক্ত সম্পত্তি বা অধিকার সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ;

২৯) এই উপ- ধারায় বর্ণিত ব্যবসার প্রকৃতির সহিত মিল থাকিলে, কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর ব্যবসা বা ব্যবসার কোন অংশ অর্জন এবং উহার দায়িত্ব গ্রহণ;

৩০) ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের জন্য অনুষঙ্গিক ও সহায়ক অন্যান্য কাজকর্ম সম্পাদন; এবং

৩১) শরীয়াহ্ প্রতিপালন নিশ্চিতপূর্বক সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা প্রকাশিত বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা।

(২) উপধারা ১-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন , এই আইনের ধারা ৩২ এর বিধান-সাপেক্ষে , কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি স্টক ব্রোকার , স্টক ডিলার , মার্চেন্ট ব্যাংকার , পোর্ট ফোলিও ম্যানেজার হিসাবে বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন হইতে নিবন্ধন গ্রহণ প্রয়োজন পড়ে এইরূপ কোনো ব্যবসায় সরাসরি লিপ্ত হইতে পারিবে না।

৩২। কতিপয় ব্যবসায় নিষিদ্ধ।— (১) ধারা ৩১ এর অধীন অনুমোদিত ব্যবসা ব্যতীত, কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি, উহাকে প্রদত্ত বা উহা কর্তৃক রক্ষিত জামানত আদায়ের ক্ষেত্র ছাড়া, অন্য কোন ব্যবসায় লিপ্ত হইতে পারিবে না ।

(২) শরীয়াহ অনুযায়ী অনুমোদিত নয় এরূপ কোন ব্যবসায় কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি নিয়োজিত হইতে পারিবে না।

৩৩। বিনিয়োগ ও ঋণ সীমার সাধারণ সীমাবদ্ধতা । — (১) কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি বা গ্রুপকে প্রদত্ত বা প্রদেয় মোট বিনিয়োগ সুবিধা ও ঋণের আসলের পরিমাণ উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত মূলধন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত হারের অধিক হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত হারের সীমা কোনো অবস্থাতেই শতকরা ২৫ (পঁচিশ) ভাগের অধিক হইবে না।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **'গ্রুপ'** বলিতে কোনো ঋণগ্রহীতা এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত অন্য যে-কোনো ব্যক্তি , প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যাহাদের একের আর্থিক সচ্ছলতা অন্যের আর্থিক সচ্ছলতাকে প্রভাবিত করে অথবা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের কারণে একের দায় বা সুবিধা অন্যের উপর বর্তায় এইরূপ সকলকে বুঝাইবে।

(২) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উক্ত কোম্পানির শেয়ার জামানত রাখিয়া কোনো ব্যক্তিকে ঋণ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা প্রদান করিবে না।

(৩) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বেনামি বা অস্তিত্ববিহীন বা নামসর্বস্ব বা স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমে নিয়োজিত নহে এরূপ ব্যক্তিকে কোনো প্রকার ঋণ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা প্রদান করিবে না।

(৬) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উক্ত কোম্পানি সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সহিত বা তাহার স্বার্থের অনুকূলে লেনদেনের শর্তাবলি ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির সংশ্লিষ্ট নহে এমন কোনো গ্রাহকের সহিত লেনদেনের চাইতে সহজতর হইবে না।

এই উপধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলিতে বুঝাইবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক , ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা , যে নামেই অভিহিত হউন না কেন , কিংবা উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক এবং উক্ত পরিচালক , ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, কিংবা উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারকের স্বামী বা স্ত্রী;

(খ) এমন কোনো প্রতিষ্ঠান যেখানে উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক বা উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক বা উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক;

(গ) ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত , অন্য কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ার ধারণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান এবং উহার উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক; এবং

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিধান-অনুযায়ী এমন কোনো ব্যক্তি যিনি বা যাহারা দফা (ক) , (খ) ও (গ)-এ বর্ণিত সম্পর্কের ন্যায় কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির সহিত সম্পর্কিত।

৩৪। স্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ।— (১) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি সমষ্টিগতভাবে উহার পরিশোধিত মূলধন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দ্দিষ্টকৃত অংশের অতিরিক্ত মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিতে বা অধিকারে রাখিতে পারিবে না।

(২) উপধারা ১-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন , নিজস্ব ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নহে এমন কোনো স্থাবর সম্পত্তি , উহা যেভাবেই অর্জিত হইয়া থাকুক না কেন , বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি, উহা অর্জনের তারিখ হইতে ৭ (সাত) বৎসর সময় অতিক্রান্ত হইবার পর স্বীয় অধিকারে রাখিবে না।

(৩) উপধারা ২-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন , বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির আমানতকারীগণের স্বার্থে উক্ত সম্পত্তি অধিকারে রাখার সময়সীমা বর্ধিত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা ২-এ উল্লিখিত সময় অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির প্রকৃত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইলে উক্ত সম্পত্তি ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির নিজস্ব ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৫। দেনাদার প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।— এই আইনে বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ঋণ অথবা/এবং বিনিয়োগ প্রদানকারী ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের সম্মতি ব্যতীত কোনো দেনাদার কোম্পানির কোনো পরিচালকের পদত্যাগ কার্যকর হইবে না বা কোনো পরিচালক তাহার শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৬। খেলাপী বিনিয়োগ/ঋণ গ্রহীতা এবং ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা সম্পর্কিত বিধান — (১) প্রত্যেক ইসলামি ব্যাংক কোম্পানি, সময় সময়, উহার খেলাপী বিনিয়োগ/ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা বাংলাদেশ ব্যংকের প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি, ব্যাংক-কোম্পানী ও ফাইন্যান্স কোম্পানিতে প্রেরণ করিবে ।

(৩) কোন খেলাপী বিনিয়োগ/ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি, ব্যাংক-কোম্পানী ও ফাইন্যান্স কোম্পানি কোনরূপ ঋণ/বিবিনয়োগ সুবিধা প্রদান করিবে না।

(৪) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, খেলাপী বিনিয়োগ/ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানকারী ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি প্রচলিত আইন অনুসারে মামলা দায়ের করিবে।

(৫) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ইচ্ছাকৃত খেলাপী বিনিয়োগ/ঋণ গ্রহীতার সংজ্ঞা, এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান ও রিপোর্টিং ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

৩৭। অর্থায়নের মুনাফা/জরিমানা মওকুফ সংক্রান্ত বিধান। — বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত বিনিয়োগের উপর অর্জিত মুনাফা বা আরোপিত জরিমানা মওকুফ করিবে না—

(ক) উহার কোনো বর্তমান বা প্রাক্তন পরিচালক ও তাহার পরিবার বা অন্য কোনো ব্যাংক কোম্পানি বা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির বর্তমান বা প্রাক্তন পরিচালক ও তাহার পরিবার;

(খ) এমন কোনো ব্যক্তি যাহাতে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির কোনো পরিচালক , জামিনদার, পরিচালকের অংশীদার, ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে স্বার্থসংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে; এবং

(গ) এই আইনের ধারা ৫ এর সংজ্ঞা মোতাবেক 'ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসাবে চিহ্নিত কোনো ব্যক্তি।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে মুনাফা বা জরিমানা মওকুফের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগের তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩৮। মন্দ বিনিয়োগ/ঋণ অবলোপন সম্পর্কিত বিধান।— এই আইন বা অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন , কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উহার নিকট হইতে গৃহীত কোনো বিনিয়োগ/ঋণ বা অন্য কোনো পাওনা অবলোপন (Write off) করিলেও উক্ত অবলোপন সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ/ঋণ বা পাওনা আদায়ের আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হইবে না।

৩৯। অগ্রিম প্রদান নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শরিয়াহ্ মোতাবেক অগ্রিম, ধার, কর্জ বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে অর্থসংস্থান (ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড যাহা মুনাফাসহ কিংবা মুনাফা বিহীন) প্রদানের ব্যাপারে সাধারণভাবে সকল ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক বা বিশেষভাবে কোন নির্দিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক অনুসরণীয় কিছু নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজনীয় অথবা সমীচীন, তাহা হইলে উহা অনুরূপ নীতি নির্ধারণ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ কোন নীতি নির্ধারিত হইলে, তাহা সকল অথবা সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানী অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতায় সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণভাবে সকল ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা কোন বিশেষ ইসলামি ব্যাংক -কোম্পানি বা বিশেষ শ্রেণীর ইসলামি ব্যাংক -কোম্পানিকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে,-

(ক) প্রদেয় অর্থায়নের সর্বোচ্চ সীমা;

(খ) অগ্রিম, ধার, কর্জ বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে অর্থসংস্থানের মোট পরিমাণ এবং স্বল্প পরিমাণের বা অন্যবিধ অগ্রিম, ধার, কর্জ বা অর্থায়নের মধ্যে বজায়তব্য অনুপাত;

(গ) যে সকল উদ্দেশ্যে অগ্রিম, ধার, কর্জ বা অর্থায়ন প্রদেয় বা প্রদেয় নয়;

(ঘ) কোন ইসলমি ব্যাংক-কোম্পানি বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানী বা ব্যক্তি বা ব্যক্তি -গোষ্ঠীকে প্রদেয় অগ্রিম, ধার, কর্জ বা অর্থায়নের সর্বোচ্চ সীমা;

(ঙ) অগ্রিম, ধার, কর্জ বা অর্থায়নের জন্য জামানত এবং রক্ষিতব্য মার্জিন, এবং

(চ) অগ্রিম, ধার, কর্জ বা অর্থায়নের উপর আরোপনীয় মুনাফার হার।

(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) হইতে (চ) তে উল্লেখিত বিষয়ে কোন নির্দেশ পালনে কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি ব্যর্থ হইলে তজ্জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক , তৎর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ উক্ত ব্যাংক -কোম্পানীকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা দিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে ; এবং উক্ত ব্যাংক-কোম্পানী অনুরূপ নির্দেশ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, পালন করিতে বাধ্য থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে পরিমাণ অর্থের ব্যাপারে উক্ত ব্যর্থতা সংঘটিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ অর্থ জমা দিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ব্যাংক-কোম্পানীকে নির্দেশ দিতে পারিবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ বা উহার অংশ বিশেষ যে কোন সময় বাংলাদেশ ব্যাংক, লিখিত আদেশ দ্বারা, জমাদানকারী ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানীর বরাবরে, নিঃশর্তে বা শর্ত সাপেক্ষে, অবমুক্ত করিয়া দিতে পারিবে।

৪০। **মুনাফার হার সম্পর্কে আদালতের এখ্তিয়ার।** আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি এবং উহার কোন দেনাদারের মধ্যে লেনদেনে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক ধার্য্যকৃত মুনাফা অতিমাত্রায় বেশী ছিল এবং শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকের ব্যবসায়িক লেনদেনে উচ্চ মুনাফা বা ভাড়ার হার ছিল শুধুমাত্র এই কারণে উক্ত লেনদেনের বিষয়টি কোন আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে না।

ষষ্ঠ খণ্ড

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির হিসাব বিবরণী প্রস্তুত্ নিরীক্ষা, পরিদর্শন, তথ্যাদি প্রকাশ ইত্যাদি

৪১। **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত।**— এই আইনে লাইসেন্স প্রাপ্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বৎসরান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার ব্যবসায় সম্পর্কে একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং বহিঃনিরীক্ষক দ্বারা উহা নিরীক্ষা করাইবে।

৪২। **বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল ও প্রদর্শন।**— ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি ধারা ৪১ অনুযায়ী নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসহ বার্ষিক প্রতিবেদন বৎসর শেষ হইবার ২ (দুই) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করিবে এবং ইসলামি

ব্যাংক-কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে তৎক্ষণাৎ প্রদর্শন করিবে এবং কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর যাবৎ প্রদর্শন অব্যাহত রাখিবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবেদন দাখিলের উক্ত সময়সীমা অনধিক ২ (দুই) মাস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

৪৩। **স্থিতিপত্র প্রদর্শন।**— ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি ধারা ৪১ রএ অধীন প্রস্তুতকৃত উহার সর্বশেষ নিরীক্ষিত স্থিতিপত্রের অনুলিপি ও পরিচালকদের নাম উহার সকল ব্যবসায় কেন্দ্র বা অফিসের প্রকাশ্য স্থানে সারা বৎসর প্রদর্শন করিবে এবং ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উক্ত স্থিতিপত্র ন্যূনতম ২টি (দুইটি) জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

৪৪। **পরিদর্শন।**—

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক যে-কোনো সময়ে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির যেকোন রেজিস্টার, হিসাব বহি ও অন্যান্য দলিল (লিখিত কিংবা ইলেক্ট্রনিক) পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উহার রেজিস্টার, হিসাব বহি ও অন্যান্য দলি ল (লিখিত কিংবা ইলেক্ট্রনিক) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণকে প্রদর্শন করিবে এবং পরিদর্শন অথবা তদ ন্তের স্বার্থে যে-কোনো তথ্য ও সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির বিনিয়োগ/ঋণগ্রহীতার ব্যবসায় অঙ্গান বা যে স্থানে ঋণের অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই স্থান পরিদর্শনসহ উহাদের হিসাব ও দলিলাদি পরিদর্শন করিতে পারিবে, তবে এইরূপ ঋণগ্রহীতা ও তহবিল ব্যবহারকারী বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর নিকট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইলে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষাকরত উহার হিসাব বিবরণী ও দলিলাদি উক্ত কমিশনকে অবহিত করিয়া তলব করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা ও তহবিল ব্যবহারকারী বাংলাদেশ ব্যাংককে তাহা প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

৪৫। **নিরীক্ষা।**—

(১) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বাৎসরিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে।

(২) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উপধারা ১-এর অধীন নিরীক্ষক নিয়োগে অসমর্থ হইলে বা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যদি উপধারা ১-এর অধীন নিযুক্ত নিরীক্ষকের সাথে অপর একজন নিরীক্ষকের কাজ করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির জন্য একজন নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাকে প্রদেয় নিরীক্ষা ফি নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৩) যদি কোনো নিরীক্ষক এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,—

(ক) এই আইনের বিধানসমূহ গুরুতরভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছে বা পালন করা হয় নাই অথবা প্রতারণা বা অসততার দরুন কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে;

(খ) লোকসানের দরুন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির মূলধন ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশের নিচে নামিয়া গিয়াছে;

(গ) পাওনাদারগণের পাওনা প্রদানের নিশ্চয়তা বিঘ্নিত হওয়াসহ অন্য কোনো গুরুতর অনিয়ম ঘটিয়াছে ; অথবা

(ঘ) পাওনাদারগণের পাওনা মিটানোর জন্য সম্পদ যথেষ্ট কি-না সে ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে;

তাহা হইলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৪) উপধারা ১-এর অধীনে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক ব্যতিরেকে বাংলাদেশ ব্যাংক জনস্বার্থে অন্য যে-কোনো উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির খরচে বিশেষ নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির নিরীক্ষা কার্যে নিয়োজিত কোনো নিরীক্ষক তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিয়াছেন বা তাহার উপর অর্পিত দায়িতে পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষককে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি নিরীক্ষার জন্য কেন অযোগ্য ঘোষণা করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে । উহার প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইলে বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে উহা ব্যাখ্যা প্রদান না করিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষককে অনধিক ২ (দুই) বৎসরের জন্য কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানি নিরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৬) উপধারা ৫-এর অধীনে কোনো ঘোষণার ফলে সংক্ষুব্ধ নিরীক্ষক উক্ত ঘোষণার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের নিকট আপীল পেশ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে উক্ত পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) বাংলাদেশ ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির নিরীক্ষায় শরীয়াহ পরিপালন সংক্রান্ত কিংবা অন্য কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করিলে, এ বিষয়ে নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

৪৬। বিবরণী, তথ্য ইত্যাদি সরবরাহ।—

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক যে-কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কে যে-কোনো তথ্য ও বিবরণী সরবরাহ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত তথ্য ও বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুনির্দিষ্টকৃত সময় ও পদ্ধতিতে প্রত্যেক ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি সরবরাহ করিবে।

(২) জনস্বার্থ ও আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির কোনো পরিচালক বা গ্রাহক বা অন্য কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক লেনদেনের তথ্য বা প্রাসঙ্গিক যে-কোনো তথ্য প্রয়োজন হইলে, উল্লিখিত তথ্য প্রদান করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে সরকার বা অন্য কোনো নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা উক্ত সংস্থার অধীন অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট অনুরোধ করা হইলে তাহারা যাচিত তথ্য বা তথ্যাদি প্রদান করিবে।

৪৭। তথ্য প্রকাশের ক্ষমতা। — বাংলাদেশ ব্যাংক জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে এই আইনের ধারা ৩৬(১) এর আওতায় প্রাপ্ত খেলাপি ঋণগ্রহীতা ও ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা এবং এই আইনের অধীন সংগৃহীত ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিক সময়ের অনাদায়ি ঋণ কিংবা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসায় সম্পর্কিত যে-কোনো তথ্য একীভূত অবস্থায় বা অন্য কোনো ভাবে প্রকাশ করিতে পারিবে।

৪৮। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।—

(১) জনস্বার্থ বা আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা বা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক—

(ক)সাধারণভাবে সকল ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির বা কোনো নির্দিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি র জন্য অর্থায়ন শ্রেণিকরণ ও সঞ্চিতি সংরক্ষণ, অর্থায়নের মুনাফা মওকুফ, পুনঃতফসিলিকরণ কিংবা পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে যাহা সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করিবে;

(খ) এই আইনের ধারা ৪৪ মোতাবেক কোনো পরিদর্শন চলাকালে বা উহা সমাপ্ত হইবার পর বা কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায়, লিখিত আদেশ দ্বারা এবং উহাতে উল্লিখিত শর্তাধীনে,-

(অ) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির বিষয়াবলি বা উহা হইতে উদ্ভূত কোনো বিষয় বিবেচনার জন্য উহার পরিচালকগণের সভা আহ্বান করিতে বা অনুরূপ কোনো বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত আলোচনা করিতে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(আ) কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক-পর্ষদ, বা উহার কোন কমিটি বা ব্যক্তিসংঘের সভার কার্যধারা পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তাকে উক্ত সভায় বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদানের জন্য ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানিকে, এবং উক্ত সভার কার্যধারার উপরে একটি প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করার জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(ই) কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক-পর্ষদ, বা উহার কোন কমিটি বা ব্যক্তিসংঘের যে কোন সভা সংক্রান্ত নোটিশ ও অন্যান্য চিঠিপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দিষ্ট কোন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণের জন্য কোম্পানিকে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(ঈ) কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির বা উহার কোন শাখার কার্যাবলী কি প্রকারে পরিচালিত হইতেছে তাহা পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক উহার কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করিতে পারিবে;

(উ) উক্ত পরিদর্শন চলাকালে বা উহা সমাপ্ত হইবার পর উহার দ্বারা উদঘাটিত কোন বিষয়দৃষ্টে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানিকে উক্ত পরিবর্তন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার নির্দেশ দিতে পারিবে;

(গ) সাধারণভাবে সকল বা নির্দিষ্ট কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কে কোনো নির্দিষ্ট বা বিশেষ শ্রেণির লেনদেনে চুক্তিবদ্ধ হইবার বিরুদ্ধে সতর্ক বা নিষেধ করিতে পারিবে;

(ঘ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, দেশের ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা বা পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে এ সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সাধারণভাবে সকল বা কোন বিশেষ ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানিকে নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং

(ঙ) সকল বা নির্দিষ্ট কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কে উহাদের বা উহার ব্যবসায় সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিবার বা না করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক সকল অথবা নির্দিষ্ট কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি র জন্য নিম্নরূপ বিষয়ে নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে—

(ক) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি শরিয়াহ্ পরিপালন ও শরিয়াহ্ গভর্ন্যান্স সংশ্লিষ্ট নীতির উৎকর্ষ সাধন;

(খ) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির নিজের বা উহার আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি কার্যকলাপ প্রতিরোধ;

(গ) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ; এবং

(ঘ) জনস্বার্থে বা মুদ্রানীতির উৎকর্ষ সাধনে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান অন্যান্য বিষয়।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা পরিবর্তন বা পরিমার্জন বা পরিবর্ধন বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রতি আর্থিক বৎসরের প্রথম ত্রৈমাসিকে ব্যক্তি (**Natural Person**) শ্রেণির আমানত ও ঋণের উপর সুদ বা মুনাফা বা ভাড়ার সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে বৎসরের যে-কোন সময় উহা সমন্বয় করিবে এবং উহা ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ সর্বসাধারণ্যে প্রচার করিবে।

৪৯। কতিপয় ইসলাম ব্যাংক-কোম্পানীর ক্ষেত্রে যে সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে না।- (১) ধারা ১০, ১১ এবং ১২ এর বিধানাবলী নিম্নবর্ণিত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা :-

(ক) ধারা ৬ এর অধীন যে কোম্পানীর লাইসেন্সের আবেদন প্রত্যাখ্যান বা লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে;

(খ) কোন আদালত কর্তৃক অনুমোদিত আপোষ মীমাংসা, ব্যবস্থা বা স্কীম দ্বারা, বা তৎসম্পর্কিত কার্যধারায় প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা যে কোম্পানী কর্তৃক নূতন আমানত গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে;

(গ) মেমোরেন্ডাম অব এ্যাসোসিয়েশনে কোন পরিবর্তনের ফলে যে কোম্পানী কর্তৃক নূতন আমানত গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি তৎকর্তৃক গৃহীত আমানত সম্পূর্ণভাবে অথবা উহার পক্ষে সম্ভবপর সর্বোচ্চ পরিমাণে পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, উক্ত কোম্পানি এই আইনের ব্যবহৃত অর্থে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি নহে বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে এবং এইরূপ ঘোষণার পর হইতে উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে উক্ত কোম্পানী কর্তৃক সম্পাদিত ও সম্পাদনীয় কোন কিছুর ক্ষেত্রে উক্ত ঘোষণা কার্যকর হইবে না।

সপ্তম খণ্ড

কোম্পানি, ইত্যাদির বেআইনি ইসলামি ব্যাংক-ব্যবসা

৫০। বেআইনিভাবে ইসলামি ব্যাংক-ব্যবসাসম্পর্কে তদন্ত।— অন্য কোনো আইনে বা এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে , কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি এই আইনের ধারা ৬ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া ইসলামি ব্যাংক-ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে বা কোনো সময় করিয়াছিল বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক—

(১) উল্লিখিত ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্কিত এমন ব্যক্তিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার বা উহার অবগতিতে , দখলে, জিম্মায় বা নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে এমন সকল প্রয়োজনীয় তথ্য , হিসাব বিবরণী, দলিল বা নথিপত্র দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লিখিত ব্যবসায় বন্ধ, সকল তথ্য, হিসাব বিবরণী , দলিল, নথিপত্র বা তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম স্থানান্তর নিষিদ্ধকরণ ও জব্দ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(৩) এই ধারায় উল্লিখিত সকল তথ্য, হিসাব বিবরণী, দলিল বা নথিপত্র পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং উক্ত ধারায় উল্লিখিত যে-কোনো ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

৫১। ঘোষণা প্রদানের ক্ষমতা।—

(১) তদন্তের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে , ধারা ৫০ এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি ধারা ৬ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া অর্থায়ন ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছে তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লিখিত ধারা লঙ্ঘনের বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া ন্যূনতম ২টি (দুইটি) জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এত ৎসংক্রান্ত ঘোষণা প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরুপ ঘোষণা প্রদানের পূর্বে উক্ত ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত ঘোষণার বিরুদ্ধে তাহার বা উহার বক্তব্য উপস্থাপনার সুযোগ দিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে উপধারা ১-এ বর্ণিত ঘোষণার তথ্য বাংলাদেশের বিদেশি মিশনসমূহে প্রেরণ করিবে এবং এইরূপ প্রকাশনার পর উক্ত ব্যক্তি বা উহাদের প্রধান নির্বাহী, পরিচালক , ম্যানেজার, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা প্রতিনিধি বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যে-কোনোভাবে সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি উক্ত ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত নহেন এই প্রকার কোনো অজুহাত দেখাইতে পারিবেন না।

৫২। ধারা ৫১ অনুযায়ী প্রদত্ত ঘোষণার ফলাফল। — কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ধারা ৫১ অনুযায়ী ঘোষণা প্রকাশিত হইলে তাহারা বা উহারা এতৎসংক্রান্ত সকল কার্য ও লেনদেন হইতে বিরত থাকিবে এবং ঘোষণা প্রকাশের পর উক্ত ব্যক্তি তাহার বা উহার পক্ষে কার্যরত কোনো ব্যক্তি বা অনুরূপভাবে কার্যরত বলিয়া বিবেচিত কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো লেনদেন করিলে তাহা বেআইনি বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৩। বেআইনি ইসলামি ব্যাংক-ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তির নিকট রক্ষিত নগদ ও অন্যান্য সম্পদের নিয়ন্ত্রণ।—

(১) ধারা ৫২ এ যাহাই থাকুক না কেন , কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ধারা ৫১ অনুযায়ী ঘোষণা প্রকাশিত হইলে উক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনো ব্যক্তির দখলে , অধিকারে, তত্ত্বাবধানে বা নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে এমন স কল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, শেয়ার, সম্পত্তির স্বত্ব দলিল বা অন্য কোনো দলিল বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে জমা রাখিবে।

(২) উপধারা ১ অনুযায়ী উহাতে উল্লেখিত কোনো ব্যক্তি যদি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি , শেয়ার, সম্পত্তির স্বত্ব দলিল বা অন্য কোনো দলিল এই আইনের ধারা ৫১ এর অধীনে প্রদত্ত ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার ২ (দুই) দিনের মধ্যে জমা রাখিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ব্যবসায় অঙ্গনে প্রবেশ করিতে, উহা তল্লাশি করিতে এবং উক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি , শেয়ার, সম্পত্তির স্বত্ব দলিল বা অন্য কোনো দলিল জব্দ করিয়া উপধারা ১ অনুযায়ী জমা রাখিতে পারিবেন।

৫৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট সম্পদ এবং দায় সংবলিত বিবৃতি দাখিল।— কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৫১ এর অধীন ঘোষণা প্রকাশিত হইবার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পরিচালক, উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, কর্মকর্তা ও প্রতিনিধি এবং উহাদের কোনো দাবিদার , তাহার হেফাজতে উক্ত ব্যক্তির যেসকল সম্পদ রক্ষিত রহিয়াছে তৎসম্পর্কে একটি তালিকা সংবলিত বিবৃতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করিবে।

৫৫। অবসায়ন ইত্যাদির জন্য আনুষংগিক বিধান।—

(১) প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তি (Natural Person) ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তি সর্ম্পকে এই আইনের ধারা ৫১ অনুযায়ী কোনো ঘোষণা হইয়া থাকিলে উক্ত ব্যক্তি কোম্পানি আইনের আওতায় অবসায়নযোগ্য অনিবন্ধিত কোম্পানি হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোনো নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত কোম্পানি সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৫১ অনুযায়ী কোনো ঘোষণা হইয়া থাকিলে উক্ত ঘোষণার তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত কোম্পানি অবসায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

(৩) এই আইন এবং কোম্পানি আইনের বিধানাবলির যেই অংশ ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির অবসায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই অংশ উপধারা ২-এর অধীন দাখিলকৃত দরখাস্ত এবং উহার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১০ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫১ এর অধীনে প্রদত্ত কোন ঘোষণা কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কিত হইলে, উক্ত ঘোষণা উক্ত ব্যক্তিকে দেউলিয়া ঘোষণা করার জন্য একটি যথেষ্ট কারণ হিসাবে বিবেচিত হইবে, এবং তাঁহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত, উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীন ঘোষণাটি প্রকাশিত হইবার সাত দিনের মধ্যে বা সরকার কর্তৃকএতদুদ্দেশ্যে বর্ধিত সময়ের মধ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পেশকৃত দরখাস্তের ভিত্তিতে এবং অন্য কোন প্রমাণ ছাড়াই উক্ত ব্যক্তিকে দেউলিয়া ঘোষণা করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত দেউলিয়ার সম্পত্তি বন্টন ও পরিচালনার ব্যাপারে উক্ত আইন এর বিধানাবলী অনুসরণ করা হইবে :
তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তীতে উক্ত আদেশ রদ করিতে বা উক্ত ব্যক্তির দায় সম্পর্কিত কোন আপোষ রফা বা অন্য কোন ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে উক্ত আদালতের কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

অষ্টম খন্ড

প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, সাময়িক স্থগিতকরণ পুনর্গঠন ও একত্রীকরণ

৫৬। প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।—

(১) যদি কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উহার গ্রাহকগণের দায়-দায়িত্ব মিটাইতে অসমর্থ অথবা অসমর্থ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে অথবা যখন কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উহার কোনো গ্রাহকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয় তখনই সেই ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংককে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(২) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উপধারা ১-এর বিধান মোতাবেক উহার ব্যর্থতার বিষয় বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিলে বা না করিলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত

কারণ থাকে যে, কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি জনস্বার্থ বা আমানতকারীদের স্বার্থ পরিপন্থি পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে বা উহার পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ বা উহার সংরক্ষিত মূলধন আবশ্যিক মূলধনের থেকে আশঙ্কাজনক হারে নিচে নামিয়া গিয়াছে বা এই আইনের কোনো বিধান গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করিয়াছে বা লাইসেন্সের শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছে বা ফৌজদারি অপরাধ সংঘটন করিয়াছে , তাহা হইলে উক্ত কোম্পানিকে বক্তব্য উপস্থাপনের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদানের পর বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত সকল বা যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেঃ

(ক) উহার অর্থায়ন ব্যবসাসহ এই আইনের অধীনে অনুমোদিত ব্যবসায় পরিচালনার বিষয়ে যে-কোনো সংশোধনমূলক নির্দেশনা প্রদান;

(খ) উহার পরিচালক পর্ষদ বা কোনো কমিটির কার্যধারা পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা শর্ত-সাপেক্ষে নিয়োগ;

(গ) উহার ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার লক্ষ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উহারই খরচে শর্ত-সাপেক্ষে নিয়োগ; এবং

(ঘ) উহার ব্যবস্থাপনায় কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন মনে হইলে উক্ত পরিবর্তন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করিবার নির্দেশ প্রদান।

(৩) এই ধারার অধীন কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির পারিশ্রমিক ও কার্যের শর্তাদি বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করিবে এবং এইরূপ পারিশ্রমিক ও নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা বাবদ সকল খরচ সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বহন করিবে।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা ১ ও ২-এ উল্লিখিত কারণে যে-কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির অবসায়নের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

৫৭। সাময়িক স্থগিতকরণ, পুনর্গঠন ও একত্রীকরণ।—

(১) আমানতকারীদের স্বার্থে বা জনস্বার্থে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসায় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার প্রয়োজন মনে করিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক লিখিত আদেশ দ্বারা অনধিক ৬ (ছয়) মাস মেয়াদের জন্য উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসায় স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অনধিক আরও ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

(২) উপধারা ১-এর আদেশ বলবৎ থাকাকালে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতীত উহার কোনো আমানতকারীর পাওনা বা কোনো পাওনাদারের দায় পরিশোধ করিবে না বা অন্য কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করিবে না।

(৩) এই আইনের অন্য কোনো বিধান বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া , সাময়িকভাবে ব্যবসায় স্থগিত রাখিবার আদেশের মেয়াদ বলবৎ থাকাকালীন জনস্বার্থে বা উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে—

(ক) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পুনর্গঠন; বা

(খ) উক্ত কোম্পানিকে অন্য কোনো ব্যাংক কোম্পানি বা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির সহিত একত্রীকরণের প্রয়োজন হইলে;

বাংলাদেশ ব্যাংক এতদুদ্দেশ্যে স্কিম প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা ৩-এ উল্লিখিত স্কিমে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক বিষয় থাকিতে পারে, যথা:

(ক) পুনর্গঠিত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা , ক্ষেত্রমতো, গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম , নিবন্ধীকরণ, মূলধন, সম্পদ, ক্ষমতা, অধিকার, স্বার্থ, কর্তৃত্ব, সুবিধা, দায়-দায়িত্ব এবং কর্তব্য;

(খ) পুনর্গঠিত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির বা ক্ষেত্রমতো, গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের পুনর্গঠন, পরিচালনা পদ্ধতি, মেয়াদ এবং অন্যান্য শর্তাবলি;

(গ) মূলধন পরিবর্তনের জন্য বা পুনর্গঠন বা একত্রীকরণ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পুনর্গঠিত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা ক্ষেত্রমতো, গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের সংঘ স্মারক সংশোধন;

(ঘ) উপধারা ১-এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক স্থগিত রাখার আদেশের অব্যবহিত পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির বিরুদ্ধে গৃহীত অনিষ্পন্ন পদক্ষেপ বা কার্যধারা পুনর্গঠিত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা ক্ষেত্রমতো, গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অব্যাহত রাখার বিষয়;

(ঙ) জনস্বার্থে, অথবা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, আমানতকারী বা অন্যান্য পাওনাদারগণের স্বার্থে অথবা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসায় চালু রাখার স্বার্থে , বাংলাদেশ ব্যাংক যেইরূপ প্রয়োজন মনে করে সেইরূপ উক্ত শেয়ারহোল্ডার, আমানতকারী বা অন্যান্য পাওনাদারগণের প্রাক-পুনর্গঠন বা প্রাক-একত্রীকরণ স্বার্থ বা দাবী হ্রাসকরণ;

(চ) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির পুনর্গঠন অথবা একত্রীকরণের জন্য অন্য কোনো নিয়ম ও শর্তাদি ; এবং

(ছ) পুনর্গঠন অথবা একত্রীকরণ কার্যকর করার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক স্কিমটি অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদন-সাপেক্ষে নির্ধারিত তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

৫৮। বিশেষ ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির এক ত্রীকরণ ও পুনর্গঠন। — কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অন্য কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানির সহিত একীভূত হইতে চাহিলে অথবা কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির নিজের ব্যবসার কিয়দংশ অন্য কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানির নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে বা বিদ্যমান দায় সম্পদের পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হইতে চাহিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনক্রমে কাঙ্ক্ষিত একত্রীকরণ বা পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

নবম খন্ড

ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি অবসায়ন

৫৯। আদালতের মাধ্যমে অবসায়ন।—

(১) কোম্পানি আইনে যাহাই থাকুক না কেন কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি গৃহীত আমানত বা ঋণ বা কর্জ বা দেনা পরিশোধে অক্ষম হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে সরকারের পূর্বানুমোদন-সাপেক্ষে উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির অবসায়নের জন্য এই ধারার অধীন হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) আদালত কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির অবসায়নের আবেদন গ্রহণ করিলে উক্ত ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির বিদ্যমান ও অবসায়ন আবেদনে উল্লিখিত বা অবসায়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন দায়ী সাবেক পরিচালক বা অন্যান্য দায়ী ব্যক্তিদের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ উক্ত আদালতের আদেশক্রমে অবরুদ্ধ (Freeze) বা ক্রোক (**Attachment**) হইবে এবং উক্ত আদালতের নির্দেশনা ব্যতিরেকে উহা হস্তান্তর করা যাইবে না।

(৩) কোম্পানি আইনের ধারা ৩২৫(২)(খ)-এর বিধান-সাপেক্ষে কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির অবসায়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট (**Natural Person**) আমানতকারীগণের দাবি অন্যান্য পাওনাদারের দাবির তুলনায় অগ্রাধিকার পাইবে।

৬০। **অবসায়ক নিযুক্তি।**— কোম্পানি আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির অবসায়ন কার্যধারায় একজন যোগ্য ব্যক্তিকে (**Natural Person**) সরকারি অবসায়ক হিসাবে নিযুক্ত করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হাইকোর্ট বিভাগের নিকট আবেদন।

৬১। **অবসায়কের কার্যপদ্ধতি।** — এই আইনের অধীন নিযুক্ত অবসায়ক কোম্পানি আইনের অবসায়ক সম্পর্কিত বিধানাবলি পরিপালন-সাপেক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

৬২। **ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির স্বেচ্ছায় অবসায়ন।—(১)** কোম্পানি আইনে ভিন্নতর কোনো বিধান থাকা সত্ত্বেও ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উহার পাওনাদারগণের দাবি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে সক্ষম মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক লিখিতভাবে প্রত্যয়ন না করিলে এই আইনের ধারা ৬ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির স্বেচ্ছা অবসায়ন করা যাইবে না; এবং

(২) স্বেচ্ছায় অবসায়নের কার্যধারার কোনো পর্যায়ে যদি ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উহার কোনো দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ কোম্পানি আইনের বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের আবেদনক্রমে উক্ত কোম্পানির অবসায়নের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৬৩। **ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি এবং পাওনাদারগণের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা।**— এই আইনের কোনো বিধান বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর বিধান থাকা সত্ত্বেও, হাইকোর্ট বিভাগ ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি এবং উহার সদস্য বা পাওনাদারগণের মধ্যে কোনো আপোষ নিষ্পত্তি বা বিশেষ ব্যবস্থা অনুমোদন করিবে না বা অনুরূপ কোনো নিষ্পত্তি বা বিশেষ ব্যবস্থায় কোনো সংশোধন অনুমোদন করিবে না , যদি না বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে প্রত্যয়ন করে যে, উক্ত নিষ্পত্তি, বিশেষ ব্যবস্থা বা উহাদের সংশোধন কার্যকর করিবার অযোগ্য নহে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানির পাওনাদারগণের স্বার্থের পরিপন্থি নহে।

দশম খণ্ড

জরিমানা, অপরাধ ও দণ্ড

৬৪। **জরিমানা।**— এই আইন ও ইহার অধীন প্রণীত কোনো বিধি, প্রবিধি বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘনের জন্য দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিম্নরূপ জরিমানা আরোপ করা যাইবে:

(১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্ত পূরণ করিতে ব্যর্থ হইলে উহাকে অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, উল্লিখিত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে প্রথম দিনের পর হইতে প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকা;

(২) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন লাইসেন্সের জন্য পেশকৃত আবেদনে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করিলে অন্যূন ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা এবং অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা;

(৩) এই আইনের ধারা ৮ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি ব্যবসা কেন্দ্র বা অফিস খুলিলে বা বিদ্যমান ব্যবসা কেন্দ্র বা অফিসের স্থান পরিবর্তন করিলে উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক পরিচালক বা কর্মকর্তাকে অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা;

(৪) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি এই আইনের ধারা ১১ মোতাবেক নগদ তহবিল ও তরল সম্পদ সংরক্ষণে ব্যর্থ হইলে উহাকে প্রতিদিনের ঘাটতির অনধিক ১ (এক) শতাংশ হারে জরিমানা;

(৫) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি এই আইনের ধারা ৩১ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া আমানত গ্রহণ করিলে উক্ত অনিয়মের সহিত যুক্ত প্রত্যেক পরিচালক ও কর্মকর্তাকে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা করিয়া অথবা উক্ত আমানতের দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বেশি সেই পরিমাণ টাকা, দায়ী ব্যক্তিবর্গের সংখ্যার আনুপাতিক হারে;

(৬) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি এই আইনের ধারা ৩৩ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া ঋণ সুবিধা প্রদান করিলে উক্ত অনিয়মের সহিত যুক্ত প্রত্যেক পরিচালক ও কর্মকর্তাকে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা করিয়া অথবা উক্ত ছাড়কৃত ঋণের বিদ্যমান স্থিতি, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বেশি সেই পরিমাণ টাকা, দায়ী ব্যক্তিবর্গের সংখ্যার আনুপাতিক হারে;

(৭) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির কোনো পরিচালক , ব্যবস্থাপক, নিরীক্ষক, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কর্মচারী ইচ্ছাকৃতভাবে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের হিসাববহি , হিসাব প্রতিবেদন, কোনো বিবরণী, ব্যবসায় সংক্রান্ত কাগজ বা অন্যান্য দলিলে মিথ্যা কিছু সংযোজন করেন বা করিতে সাহায্য করেন বা উক্ত দলিলের কিছু গোপন বা নষ্ট করেন বা এই আইনের অধীন বা উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তলবকৃত বা দাখিলকৃত কোনো বিবরণ , প্রতিবেদন বা অন্যান্য দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন, অথবা অনুরূপ কোনো বিবরণ, প্রতিবেদন বা দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান না করেন, তাহাকে অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা;

(৮) এই আইনের ধারা ৩৭-এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া মুনাফা মওকুফ করিলে উক্ত অনিয়মের সহিত যুক্ত প্রত্যেক পরিচালক ও কর্মকর্তাকে ৭ (সাত) লক্ষ টাকা করিয়া অথবা উক্ত রূপ মওকুফজনিত আর্থিক ক্ষতির দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বেশি, সেই পরিমাণ টাকা দায়ী ব্যক্তিবর্গের সংখ্যার আনুপাতিক হারে;

(৯) এই আইনের ধারা ৪৪ এর অধীন পরিদর্শনকালে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো বহি, হিসাবনিকাশ ও অন্যান্য দলিল দাখিল অথবা কোনো তথ্য সরবরাহ করিতে অথবা ব্যবসায় সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে অসম্মত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা, উক্ত অসম্মতি অব্যাহত থাকিলে প্রথম দিনের পর হইতে প্রতিদিনের জন্য অন্যূন ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এবং অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা;

(১০) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি এই আইনের ধারা ৫৬(২) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অমান্য করিলে উহাকে অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা;

(১১) অন্যান্য বিধি-বিধান বা আদেশ বা নির্দেশনা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অন্যূন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা এবং অনধিক ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে।

৬৫। জরিমানা অন্য কোনো দায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না। — এই আইনের ধারা ৬৪ এর অধীনে কোনো ব্যক্তির উপর আরোপিত কোনো জরিমানা এই আইন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ঐ ব্যক্তির উপর আরোপযোগ্য বা আরোপিত হয়েছে এমন কোনো দায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না।

৬৬। জরিমানা আরোপ ও আদায় প্রক্রিয়া।—(১) যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদানপূর্বক কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে ধারা ৬৪ এর আওতায় জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত জরিমানা বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির হিসাব হইতে বিকলনের (Debit) মাধ্যমে আদায় করা যাইবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বা বিকলনের (Debit) মাধ্যমে আদায় সম্ভব না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করিবে।

৬৭। অপরাধ ও দন্ড।— (১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইয়া বা প্রাপ্ত লাইসেন্স বাতিল হইবার পর কিংবা মিথ্যা পরিচয় প্রদানপূর্বক ইসলামি ব্যাংক-ব্যবসা পরিচালনা করিলে ঐ ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) এই আইনের ধারা ৫০-এর অধীন বেআইনি অর্থায়ন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি তদন্তকার্যে অসহযোগিতা করিলে উহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন লাইসেন্সের জন্য পেশকৃত আবেদনে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করিলে উহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৪) এই আইনের ধারা ৩৩ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো পরিচালক বা কর্মকর্তা ঋণ সুবিধা প্রদান করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৫) কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির হিসাববহি, হিসাব প্রতিবেদন, কোনো বিবরণী, ব্যবসায় সংক্রান্ত কাগজ বা অন্যান্য দলিলে, মিথ্যা কিছু সংযোজন করিলে বা করিতে সহায়তা করিলে বা উক্ত দলিলের কিছু গোপন বা নষ্ট করিলে বা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তলবকৃত বা দাখিলকৃত কোনো বিবরণ , প্রতিবেদন বা অন্যান্য দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে, অথবা অনুরূপ কোনো বিবরণ, প্রতিবেদন বা দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান না করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৬৮। অপরাধের বিচার।—

(১) এই আইনের ধারা ৬৭-এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের তদন্ত, বিচার, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করা যাইবে না।

৬৯। অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা। — এ আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable), আপোষযোগ্য (Compoundable) এবং জামিন-যোগ্য (Bailable) হইবে।

একাদশ খন্ড

বিবিধ

৭০। আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীর প্রতিনিধি মনোনয়ন। —(১) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির নিকট রক্ষিত কোনো আমানত যদি একক ব্যক্তি বা যৌথভাবে একাধিক ব্যক্তির নামে জমা থাকে, তাহা হইলে উক্ত একক আমানতকারী এককভাবে বা, ক্ষেত্রমত, যৌথ আমানতকারীগণ যৌথভাবে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, এমন [এক বা একাধিক] ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন [যাহাকে বা যাহাদিগকে] একক আমানতকারী বা যৌথ আমানতকারীগণের সকলের মৃত্যুর পর, আমানতের টাকা প্রদান করা যাইতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত একক আমানতকারী বা যৌথ আমানতকারীগণ যে-কোনো সময় উক্ত মনোনয়ন বাতিল করিয়ো নির্ধারিত পদ্ধতিতে (অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে) মনোনীত করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে (মনোনীত কোনো ব্যক্তি) নাবালক হইলে, তাহার নাবালক থাকা অবস্থায় উক্ত একক আমানতকারীর বা যৌথ আমানতকারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, আমানতের টাকা কে বা কাহারা গ্রহণ করিবেন তৎসম্পর্কে উক্ত একক আমানতকারী বা যৌথ আমানতকারীগণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

(৩) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে বা কোনো উইলে বা সম্পত্তি বিলি বন্টনের ব্যবস্থা সম্বলিত অন্য কোনো প্রকার দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইলে বা উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট হইলে তিনি একক আমানতকারী বা ক্ষেত্রমত যৌথ আমানতকারীগণের সকলের মৃত্যুর পর, উক্ত আমানতের ব্যাপারে একক আমানতকারীর বা, ক্ষেত্রমত, সকল আমানতকারীর যাবতীয় অধিকার লাভ করিবেন, এবং অন্য যে কোন ব্যক্তি উক্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন।

(৪) এই ধারার বিধান অনুযায়ী কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক টাকা পরিশোধিত হইলে সংশ্লিষ্ট আমানত সম্পর্কিত উহার যাবতীয় দায় পরিশোধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে আমানতের টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো অধিকার বা দাবী থাকিলে তাহা এই উপ-ধারার বিধান ক্ষুণ্ন করিবে না।

(৫) আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীর প্রতিনিধি মনোনয়নসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৭১। আমানত সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তির দাবী অগ্রহণযোগ্য।— কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানীর নিকট যে ব্যক্তির নামের কোন আমানত রক্ষিত থাকে সে ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে উক্ত আমানতের উপর কোন দাবী সম্বলিত কোন নোটিশ উক্ত কোম্পানি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না, বা উক্তরূপ কোন নোটিশ অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে উক্ত কোম্পানি বাধ্য থাকিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই উক্ত আমানতের ব্যাপারে যথাযথ এখ্ তিয়ারসম্পন্ন কোন আদালতের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন করিবে না; এবং এইরূপ আদালতের কোন ডিক্রী, আদেশ, সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন প্রকার দলিল দাখিল করা হইলে, উক্ত কোম্পানি উহাকে যথাযথ গুরুত্ব দিবে।

৭২। ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানীর নিরাপদ জিম্মায় রক্ষিত সামগ্রী ফেরত্ প্রদানের জন্য মনোনয়ন।- (১) কোনো ব্যক্তি কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানীর নিরাপদ জিম্মায় কোন সামগ্রী আমানত রাখিলে উক্ত সামগ্রী উক্ত আমানতে

থাকা অবস্থায় তাঁহার মৃত্যুর পর উহা গ্রহণ করার জন্য তিনি কোন ব্যক্তিকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, মনোনীত করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে , আমানতকারী যে কোন সময় উক্ত মনোনয়ন বাতিল করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে , অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত ব্য ক্তি নাবালক হইলে তাঁহার নাবালক থাকা অবস্থায় আমানতকারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত সামগ্রী কে গ্রহণ করিবেন তৎসম্পর্কে তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন মনোনীত বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে আমানতী সামগ্রী ফেরত প্র দানের পূর্বে, আমানত গ্রহীতা ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানী, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত পদ্ধতিতে , উক্ত সামগ্রীর একটি বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুত করিয়া উহাতে উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করিবে এবং উহার অনুলিপি উক্ত ব্যক্তিকে সরবরাহ করিবে।

(৪) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইন বা কোনো উইলে বা সম্পত্তি বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা সম্বলিত অন্য কোনো প্রকার দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন , উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইলে বা উপ - ধারা (২) এর অধীনে কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট হইলে তিনি আমানতকারীর মৃত্যুর পর , উক্ত আমানতের ব্যাপারে আমানতকারীর যাবতীয় অধিকার লাভ করিবেন এবং অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন।

(৫) এই ধারার বিধান অনুযায়ী কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক উহার নিরাপদ জিম্মায় রক্ষিত সামগ্রী ফেরৎ প্রদান করা হইলে উক্ত কোম্পানি সংশ্লিষ্ট আমান ত সম্পর্কিত উহার যাবতীয় দায় পরিশোধ করি য়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে , যে ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে কোনো সামগ্রী ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যক্তির কোন অধিকার বা দাবী থাকিলে তাহা, এই উপ-ধারার কোনো বিধান ক্ষুন্ন করিবে না।

(৬)নিরাপদ জিম্মায় রক্ষিত সামগ্রী গ্রহণের নিমিত্ত প্রতিনিধি মনোনয়নসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৭৩। জিম্মায় রক্ষিত কোন সামগ্রী সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তির দাবী অগ্রহণযোগ্য।- কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির নিরাপদ জিম্মায় যে ব্যক্তির নামে কোন সামগ্রী রক্ষিত থাকে, সে ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারোও নিকট হইতে উক্ত সামগ্রীর উপর দাবী সম্বলিত কোন নোটিশ উক্ত কোম্পানী কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না, বা অনুরূপ কোন নোটিশ অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে উক্ত কোম্পানি বাধ্য থাকিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই উক্ত সামগ্রীর ব্যাপারে যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন কোন আদালতের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন করিবে না; এবং এইরূপ আদালতের কোন ডিক্রী , আদেশ, সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন প্রকার দলিল দাখিল করা হইলে উক্ত কোম্পানী উহাকে যথাযথ গুরুত্ব দিবে।

৭৪। নিরাপদ লকারে রক্ষিত সামগ্রী ফেরত প্রদান।- (১) কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানীর নিরাপদ ভল্ট বা অন্য কোথাও রক্ষিত কোন লকার যদি কোন ব্যক্তি এককভাবে ভাড়া করেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত লকার ভাড়া থাকা অবস্থায় তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎকর্তৃক পূর্ব-মনোনীত কোন ব্যক্তিকে উক্ত-কোম্পানী লকার খুলিতে এবং উহা হইতে বন্ড ফেরত্ নিতে দিবেন।

(২) যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানীর লকার ভাড়া করেন এবং ভাড়ার চুক্তিতে উক্ত ভাড়াকারীগণের মধ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যুগ্ম স্বাক্ষরে লকারের কাজ সম্পাদন করার বিধান থাকে, তাহা হইলে, যে ভাড়াকারীগণের স্বাক্ষরে লকারের কাজ সম্পাদনের বিধান থাকে তাঁহারা , উক্ত যুগ্ম ভাড়াকারীগণের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, অন্যান্য জীবিত ভাড়াকারীগণের সহিত , মৃত ব্যক্তিগণের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত লকার খুলিবার জন্য এবং উহাতে রক্ষিত সামগ্রী ফেরত লইবার জন্য উক্ত কোম্পানী সুযোগ দিবে সেই বিষয়ে, এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন মনোনয়ন নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কোন মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা, ক্ষেত্রমত, যুগ্মভাবে মনোনীত ব্যক্তি এবং উক্ত জীবিত ভাড়াকারীকে লকারে রক্ষিত সামগ্রী ফেরত প্রদানের পূর্বে , ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানী, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত পদ্ধতিতে, লকারে রক্ষিত সামগ্রীর একটি বর্ণনামূলক তালিকা তৈরী করিয়া উক্ত ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করি বে, এবং উহার একটি অনুলিপি উক্ত ব্যক্তিগণকে সরবরাহ করিবে।

(৫) এই ধারার বিধান অনুযায়ী , কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক উহার নিরাপদ লকারে রক্ষিত সামগ্রী ফেরত প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট রক্ষিত সামগ্রী সম্পর্কিত উহার যাবতীয় দায় পরিশোধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যে ব্যক্তিকে এই ধারার অধীন কোন সামগ্রী ফেরত দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যক্তির কোন অধিকার বা দাবী থাকিলে তাহা এই উপ-ধারার কোন বিধান ক্ষুন্ন করিবে না।

(৬) উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী লকার খুলিতে এবং উ হাতে রক্ষিত সামগ্রী ফেরত লইতে অনুমতি প্রদানের কারণে উক্ত সামগ্রীর যদি কোন ক্ষতি হইয়া থাকে বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন মামলা , অভিযোগ বা অন্য কোন প্রকার আইনানুগ কার্যধারা দায়ের বা শুরু করা যাইবে না।

৭৫। **নিরাপদ লকারে রক্ষিত সামগ্রী সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তির দাবী অগ্রহণযোগ্য।**- কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির নিরাপদ লকারে যে ব্যক্তির কোনো সামগ্রী রক্ষিত থাকে সে ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত সামগ্রীর উপর কোনো দাবী সম্বলিত কোন নোটিশ উক্ত কোম্পানী কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না; এবং অনুরূপ কোনো নোটিশ অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে উক্ত কোম্পানী বাধ্য থাকিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে , এই ধারার কোনো কিছুই, উক্ত সামগ্রীর ব্যাপারে যথাযথ এখ্ তিয়ারসম্পন্ন কোন আদালতের কর্তৃত্ব ক্ষুন্ন করিবে না এবং এইরূপ আদালতের কোন ডিক্রী , আদেশ, সার্টিফিকেট বা অনুরূপ অন্য কোন প্রকার দলিল দাখিল করা হইলে, উক্ত কোম্পানী উহাকে যথাযথ গুরুত্ব দিবে।

৭৬। **ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির নাম পরিবর্তন।**- কোম্পানী আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন আপত্তি নাই এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির নাম পরিবর্তনের জন্য কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭৭। **ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি পরিবর্তন।**- কোম্পানী আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি নাই এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির সংঘ স্মারক বা সংঘবিধি পরিবর্তনের কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭৮। **কতিপয় ক্ষতিপূরণের দাবি নিষিদ্ধ।-** কোনো ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের বিধানাবলি পরিপালনের কারণে কোনো ব্যক্তির কোনো চুক্তি বা অন্য কোনো ভিত্তিতে উদ্ভূত অধিকার ক্ষুণ্ন হইলে তজ্জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন না।

৭৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮০। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮১। **কতিপয় ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।-** বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারিবে যে , এই আইনের সকল বা বিশেষ বিধান, কোনো নির্দিষ্ট ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি বা সকল ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির ক্ষেত্রে , সাধারণভাবে বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত কোনো মেয়াদকালে প্রযোজ্য হইবে না।

৮২। **সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কাজকর্ম রক্ষণ।-** এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কার্য বা কার্য সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকিলে তজ্জন্য সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিরুদ্ধে বা উহাদের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে বা ধারা ২৭(৩) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা দায়ের বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৮৩। **তথ্য বিনিময়।** -কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি গোপনীয়তার ভিত্তিতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহাদের স্ব স্ব গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করিতে পারিবে।

৮৪। **নথিপত্র সংরক্ষণের বিষয়ে সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—** কোন ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানির হিসাবের খাতা, পরিশোধিত দাবী-সম্বলিত দলিল এবং অন্যান্য দলিলাদি কত দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে সেই বিষয়ে সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮৫। **পরিশোধিত দাবী-সম্বলিত দলিল গ্রহকের নিকট ফেরত প্রদান।—** (১) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পনির কোনো গ্রাহকের পরিশোধিত দাবী-সম্বলিত দলিল, ধারা ৭১ এর অধীন প্রণীত বিধিতে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে, ফেরত দিবার জন্য উক্ত গ্রাহক অনুরোধ করিলে, উক্ত কোম্পানি এমন যান্ত্রিক বা ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত দলিলের সকল অংশের একটি সঠিক অনুলিপি উহার নিকট সংরক্ষণ করিবে যে পদ্ধতি উক্ত অনুলিপির সঠিকতা নিশ্চিত করে।

(২) ইসলামি ব্যাংক-কোম্পানি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুলিপি তৈরির খরচ গ্রাহকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায় গ্রাহক কলিতে কোনো সরকারি অফিস বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকেও বুঝাইবে।

৮৬। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।-** (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার , সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা , এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।